পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ঘটনার সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ
খবর জানার জন্য ক্লিক করুন:
www.chtnews.blogspot.com
www.chtnewsbangla.blogspot.com

নিপীড়িত জনতার মুখপত্র

জাতীয় ডাক

৩য় বর্ষ । ৬ষ্ঠ সংখ্যা । ৭ ডিসেম্বর ২০১২ । পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০ । অভোজ্য মূল্য: ১০ টাকা
মোট ইস্যু: ১৩ email: jatiodak@gmail.com

পার্বত্য চুক্তিটি আসলে কী, 'মূলা' না 'ডেড লেটার'?

। রাজনৈতিক ভাষ্যকার ।

কথায় বলে 'মর্নিং শোজ দ্যা ডে', সকাল দেখেই দিনের অবস্থা আঁচ করা যায়। 'পার্বত্য চুক্তি'র পরিণাম যে বর্তমান দশায় পতিত হবে, তা বুঝতে দেড় দশক লাগে না। ২২ সেপ্টেম্বর রাঙামাটি সদরে সহিংস হামলায় গুরুতর জখম ও বাড়ি-ঘর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অগ্নিসংযোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অবধি অপেক্ষারও প্রয়োজন নেই।

'পার্বত্য চুক্তি' সম্পাদনের সাড়ে পাঁচ বছরের মাথায় অর্থাৎ ২০০৩ সালে রাঙামাটির এসপি হুমায়ুন কবীর কোন রাখঢাক না করেই 'পার্বত্য চুক্তি' সম্পর্কে বলেছেন 'চুক্তি, যারা এসবের কথা তুলে যান। ওটা একটা মূলা। আওয়ামী লীগ সরকার এটি ঝুলিয়ে রেখে দিয়ে ভালোই করেছেন।'(প্রথম আলো জুন ১৮,২০০৩)।

এসপি' বক্তব্যের আরও বিশদ বিবরণ দিয়েছে দৈনিক জনকণ্ঠ। দীর্ঘ হলেও সরকার-প্রশাসনের মনোভাব বোঝার জন্য এ বক্তব্যের গুরুত্ব রয়েছে। এসপি'র বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে এভাবে, 'এটি একটি বোগাস চুক্তি। কে মানে এটি! সংবিধানবিরোধী এ চুক্তি কোনদিনই এ দেশে বাস্তবায়িত হবে না। অন্তত এ সরকার তো তা করবেই না। ...এসপি বলেন, আসলে সন্তু লারমার এখন আর হুমকি দেয়া ছাড়া কোন কাজ নেই। তার এসব হুমকি-ধমকিকে কে পাত্তা দেয়! আমি তো পাত্তাই দিই না। আপনারাও পাত্তা দেবেন না। পাত্তা না দিলেই হলো।

শান্তি চুক্তি অনুসারে পুলিশকেও আঞ্চলিক পরিষদের অধীনে ন্যস্ত করার কথা, সেটি উল্লেখ করলে তিনি বলেন, 'আরে দূর! এই চুক্তিতে তো কত কথাই আছে। সেটি কোন দিন বাস্তবায়ন হবে না। এই সরকার তো তা করবেই না। এরপর বলেন,'শেখ হাসিনা আর যাই হোক একটা ভালো কাজ করেছেন। এই চুক্তি করে সন্তু লারমাকে এয়ার কন্ডিশন অফিসে, গাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এতদিন জঙ্গলে ছিলেন। এখন বেশ আরামে-আয়েশে আছেন। আরামেই তিনি থাকুন। আর জঙ্গলে ফিরে যাবার খায়েশ হবে না। সে বয়সও নেই। শান্তি চুক্তির আগে এখানে দু'টি পক্ষ ছিল। এখন পক্ষ হয়েছে তিনটি। এদের মধ্যে তাদের দু'টি পক্ষ জনসংহতি সমিতি ইউপিডিএফ। তারা এখন নিজেরা মারামারি করছে। করতে থাকুক। এখন তারা দুই দল মারামারি করলেও আমরা মামলা দিতে পারি না। কারণ মামলা দিতে তো লাশ লাগে, এসব লাশের হদিসও পাওয়া যায় না। তারা দুই দল হয়ে যাওয়াতে আমাদের সুবিধেই হয়েছে। (জনকণ্ঠ ১৮জুন ২০০৩)।

কোন রাখঢাক না করে এসপি সাহেব এভাবে শাসকচক্রের গোমর ফাঁস করে দিয়েছেন, তথ্য দিয়ে আন্দোলনকামী জনগণকে সতর্ক হতে সহায়তা দেয়ায় তিনি ধন্যবাদের দাবিদার। পাহাড়ি জনগণের আন্দোলনে ভাঙন ধরাতে ধুরন্ধর শাসকচক্র একটি অংশকে ক্ষমতা-সুযোগ সুবিধা দিয়ে পক্ষে টেনে নিয়ে আন্দোলনরত অপর অংশটির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে--তা এসপি'র কথাবার্তায় আরও স্পষ্ট হয়েছে। শাসকচক্র চায় পাহাড়ি জনগণ নিজেরা নিজেরা মারামারি করুক, ব্যতিব্যস্ত থাকুক। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত চলছে, তাতে শাসকচক্র যারপরনাই খুশী। এসপি তো বগল বাজাচ্ছেন! সরকারের বিরুদ্ধে যাতে আন্দোলনকারীরা ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে, কোন আন্দোলন যাতে গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য সরকারের দরকার ছিল সুযোগ-সুবিধার বশিতে বাঁধা অনুগত দালাল। শাসকচক্র

৪র্থ পাতায় দেখুন

'সাজেক বিজয়' নামে জীপ গাড়ির চাবি হস্তান্তর করছেন ইউপিডিএফ নেতা দেবদত্ত ত্রিপুরা

ইউপিডিএফ কর্তৃক সাজেকবাসীদের নিকট 'সাজেক বিজয়' নামে একটি জীপ গাড়ি হস্তান্তর

সাজেক প্রতিনিধি। ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ) কর্তৃক 'সাজেক বিজয়' নামে একটি জীপ গাড়ি সাজেক বাসীদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। গত ১৮ নভেম্বর সাজেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অতুলাল চাকমা, বিমল কান্তি চাকমা ও নয়ন রঞ্জন চাকমার নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে গাড়ির চাবি হস্তান্তর করেন ইউপিডিএফ-এর সাজেক ইউনিটের প্রধান সংগঠক দেবদত্ত ত্রিপুরা।

জীপগাড়ি হস্তান্তর উপলক্ষ্যে গঙ্গারাম দোর-এর উজো বাজারস্থ সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটি ও নারী সমাজের অফিস কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাজেক ইউপি চেয়ারম্যান অতুলাল চাকমার সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, বিমল কান্তি চাকমা, নয়ন রঞ্জন চাকমা, আনন্দ চাকমা ও সুখময় চাকমা। গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাজেক শাখার সাধারণ সম্পাদক বিপম চাকমা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানে সেনা-সেটলার হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত গাড়ির আয়ের যাবতীয় অর্থ ক্ষতিগ্রস্তদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে বলে বক্তারা তুলে ধরেন। এতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যথেষ্ট আশার সঞ্চার সৃষ্টি হয়েছে।

দিঘীনালায় এক কৃষকের জমিতে ধান কাটার কাজে সহযোগিতা করছেন ইউপিডিএফ ও তিন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

শীতকালীন ফসল কাটার কাজে সাধারণ জনগণকে ইউপিডিএফের সহযোগিতা

। জাতীয় ডাক ডেস্ক ।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ), গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম (ডিওয়াইএফ), পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ও হিল উইমেন ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে শীতকালীন ফসল কাটা ও উত্তোলন কাজে সাধারণ জনগণকে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে সহযোগিতা দেয়ার সপ্তাহ ব্যাপী কর্মসূচী পালিত হয়েছে। গত ১৫ নভেম্বর থেকে এ কর্মসূচি শুরু হয়ে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত এক নাগাড়ে চলে। খাগড়াছড়ি সদর, দিঘীনালা, পানছড়ি, মহালছড়ি এবং মাটিরাঙ্গা-গুইমারা, রামগড় ও নানিয়াচর এলাকায় পরিচালিত এ কর্মসূচীতে ইউপিডিএফসহ তিন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

"শুধু মিছিল মিটিঙে নয়, ফসল সংগ্রহের অভিযানেও আমরা হব অগ্রগামী সৈনিক" এই শ্লোগানে খাগড়াছড়ি সদরের পিঙ্কিনালায় গত ১৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় সপ্তাহব্যাপী শীতকালীন ফসল উত্তোলন কাজে সহযোগিতা প্রদান কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক প্রদীপ চাকমা। এ সময় ইউপিডিএফ নেতা অংগ্যাচিং মারমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি নিকোলাস চাকমা, হিল উইমেন ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি মল্লী চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আপ্রুসি মারমা উপস্থিত ছিলেন এবং ধান কাটার কাজে অংশগ্রহণ করেন।

২য় পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর বান্দরবান সফর নষ্ট ইমেজ পুনরুদ্ধারের ব্যর্থ প্রচেষ্টা: ইউপিডিএফ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বান্দরবান সফরকে আওয়ামী লীগের বিধ্বস্ত ইমেজ পুনরুদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা বলে আখ্যায়িত করেছে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)।

ইউপিডিএফ এর সাধারণ সম্পাদক রবি শংকর চাকমা গত ১৬ নভেম্বর এক বিবৃতিতে এ মন্তব্য করেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সাজেক, খাগড়াছড়ি, লংগদু, রামগড়-মানিকছড়ি-গুইমারা ও রাঙামাটিতে একের পর এক সাম্প্রদায়িক হামলা এবং সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পাহাড়িদের ওপর বাঙালি জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দেয়ার কারণে আওয়ামী লীগের উগ্রজাতীয়তাবাদী, ফ্যাসিস্ট ও গণ-বিরোধী চেহারা উন্মোচিত হয়ে পড়ে।

ইউপিডিএফ নেতা বলেন, দু'একটি সেতু বানিয়ে ও এখানে সেখানে রাস্তাঘাটের সংস্কার করে সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের চেষ্টা হতে পারে, কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে হলে আওয়ামী লীগ সরকারকে এই অঞ্চলের মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে হবে, অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসন ও প্রথাগত ভূমি আইনের স্বীকৃতি, সেনা প্রত্যাহার, সেটলারদের সমতলে পুনর্বাসন ও জাতিসত্তার পরিচিতি এই সব বিষয়ের নিস্পত্তি করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত রাস্তাঘাট ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের সুফল পাহাড়িরা বড়বেশী আশা করতে পারে না। রুমা ও থানচি সেতু পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল বান্দরবান জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থায় নিঃসন্দেহে উন্নয়ন ঘটাবে, কিন্তু এর ফলে হাজার হাজার একর প্রাকৃতিক বনাঞ্চল উজার হওয়ার সম্ভাবনার দ্বারও খুলে যাবে, ব্যাপকহারে বহিরাগতদের আগমন ঘটবে এবং ভূমি বেদখল বৃদ্ধি পাবে। আর এ সবের পরিণতি হবে উন্নয়নের বদলে পাহাড়িদের আরও প্রান্তিকীকরণ, যা কারোর কাম্য হতে পারে না।

দিঘীনালায় শহীদ বড়দাস মুনির ২০তম শহীদবার্ষিকী পালিত

দিঘীনালা প্রতিনিধি । খাগড়াছড়ির দিঘীনালায় পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রথম শহীদ বড়দাস মুনির ২০তম শহীদবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে।

গত ১৩ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৯টায় র‍্যালী সহকারে বড়দাস মুনির স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত শহীদ বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে সুমন্ত চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পক্ষ থেকে রেমিন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে শিখা চাকমা ও ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর পক্ষ থেকে কিশোর চাকমা শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে শহীদ বড়দাস মুনির স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা থানা শাখার সহ সভাপতি অভেল চাকমা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

বড়দাস মুনির আত্মত্যাগের প্রতি গভীর সম্মান জানিয়ে তিনি বলেন, নিপীড়িত জনতার অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত শহীদের রক্তের ঋণ শোধ করা যাবে না। শহীদ বড়দাস মুনির আত্মবলিদান কিছুতেই বৃথা যেতে পারে না।

২য় পাতায় দেখুন

মাটিরাঙ্গায় ইউপিডিএফ সদস্যের বাড়িতে সেনা তল্লাশি

মাটিরাঙ্গা প্রতিনিধি॥ গত ২৮ অক্টোবর, রবিবার মাটিরাঙ্গা সেনা জোনের ২৭ জনের একদল সেনা জওয়ান ইউপিডিএফ সদস্য নতুন কুমার ত্রিপুরা ওরফে মুনিন্দ্র-এর বাড়িতে তল্লাশি চালায়। সেনারা তার বাড়িতে অবৈধ কোন কিছু না পেয়ে পাড়ার পেয়ালা ত্রিপুরার বাড়িসহ বেশ কয়েকটি বাড়িতেও তল্লাশি অভিযান চালায়। কিন্তু ব্যাপক তল্লাশির পরও অবৈধ কোন কিছু উদ্ধার করতে না পেরে সেনারা পরে ব্যারাকে ফিরে যায়।

মাটিরাঙ্গার তবলছড়িতে পাহাড়ি

শেষ পাতার পর

সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধমূলক অবস্থান নিয়ে থাকায় সেটলাররা হামলা করতে পারেনি। স্থানীয় যামিনী পাড়া বিজিবি জোন ঘটনাস্থলের ২/৩শ গজ দূরত্বে হওয়ার পরও বিজিবি নীরব ভূমিকা পালন করেছে। বাঙালিরা হামলা করার পরই রাত আনুমানিক ১১টার দিকে স্থানীয় যামিনী পাড়া জোনের বিজিবি সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসে। প্রথম থেকে যদি বিজিবি সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসতো তাহলে বাঙালিরা হামলা করার সুযোগ পেতো না।

স্থানীয় পাহাড়িদের অভিযোগ, ৩নং বড়নাল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলি আকবর, একই ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের মেম্বার ধন মিঞা, আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দিন, আলাউদ্দিন ওরফে বাবুল (প্রাক্তন মেম্বার) ও শাহজাহানের নেতৃত্বে এই হামলা চালানো হয়েছে।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক প্রদীপ চাকমা এক বিবৃতিতে উক্ত হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার পূর্বক শাস্তি এবং ওই এলাকায় পাহাড়িদের জানমাল রক্ষায় আশু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের দুর্গাপূজা উৎসব বর্জন

পাহাড়িদের উপর উক্ত হামলার প্রতিবাদে রাজধর পাড়া, যামিনী পাড়া, বড় গ্রাম, সুরেন্দ্র হেডম্যান পাড়, মহলা ছড়া, নারিকেল পাড়া, কমলা বাগান পাড়াসহ বাসে গোমতি মৌজার ত্রিপুরা অধ্যুষিত পাড়ার জনসাধারণ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসব বর্জন করে। এমনকি ডাক বাংলো এলাকায় শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে স্থানীয় সাংসদ যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা এলাকা পরিদর্শনে এলেও ত্রিপুরা সম্প্রদায় তার সাথেও দেখা করতে যায়নি এবং দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থাকেনি। ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের কাউকে না পেয়ে এমপি যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরাকে স্থানীয় বাঙালিদের সাথে কথা বলে অনুষ্ঠান থেকে চলে যেতে হয়। দুর্গাদেবীর বিসর্জন দিন পর্যন্ত তারা এই উৎসব বর্জন করে।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ৪ আগস্ট সেটলাররা তবলছড়ির খাইর পাড়া ও কদমতলী গ্রামে হামলার চেষ্টা চালিয়েছিল। এ সময় পাহাড়িরা ভয়ে অনেকে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে পালিয়ে যায়। পরে অবশ্য বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যেকার পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তারা বাড়িতে ফিরে আসে।

দিঘীনালায় শহীদ তরুণ মুনির

১ম পাতার পর

তিনি তরুণ মুনির আত্মবলিদানকে সার্থক করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বেগবান করার আহ্বান জানান।

এছাড়া সন্ধ্যায় শহীদ বেদীতে হাজার প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়।

উল্লেখ্য, বিগত ১৯৯২ সালের ১৩ অক্টোবর পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের আহৃত শান্তিপূর্ণ সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে এসে দিঘীনালার খাগা বাজার এলাকায় সেনাবাহিনী ও সেটলারদের যৌথ হামলায় তরুণ মুনি চাকমা শহীদ হন।

চট্টগ্রাম বন্দরে ডিওয়াইএফ নেতা সিবু চাকমার উপর সন্তু সন্ত্রাসীদের হামলা

গত ৩ নভেম্বর সকালে জেএসএস সন্তু লারমাপন্থী সন্ত্রাসী নেতা বড় চাকমার নেতৃত্বে ৮/১০ জন সন্ত্রাসী চট্টগ্রামের বন্দর এলাকার নিউমুরিঙের ধরিয়ে নামক বিল্ডিংএ গিয়ে সিবু চাকমাকে তার বাসায় গিয়ে হামলা করে এবং তাকে মারধর করে। এসময় সন্তু সন্ত্রাসীরা তাকে অপহরণ করার চেষ্টা করে। পরে বাড়ির মালিকের মধ্যস্থতা ও হস্তক্ষেপ করলে সন্ত্রাসীরা তাকে ফেলে চলে যায়। কিন্তু চলে যাবার আগে সন্তু সন্ত্রাসী বড় চাকমা সিবু চাকমাকে শাসিয়ে যায় যে, বিল্ডিঙের বাইরে তাকে(সিবু চাকমাকে) পাওয়া গেলে মেরে তার লাশ গুম করে ফেলে দেয়া হবে। বড় চাকমার সাথে এ সময় ব্যারিষ্টার কলেজ এলাকার কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মীও ছিলো। ছাত্রলীগ কর্মীরা হুমকী দেয়ার সময় বড় চাকমাকে সহযোগিতা করে।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি জিকো মারমা ৩ নভেম্বর শনিবার এক বিবৃতিতে চট্টগ্রাম বন্দর থানা শাখা গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সহ সভাপতি সিবু চাকমার উপর হামলার তীব্র নিন্দা এবং হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি গতকাল রাতে বন্দর এলাকার ব্যারিষ্টার কলেজ এলাকায় যুব ফোরাম সমর্থক জসিম চাকমাকে সিকো-বকুল-বড় চাকমার নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একদল সন্ত্রাসী আক্রমণ করে বলে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন সন্ত্রাসীরা জসিম চাকমাকে অবিলম্বে চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে যাবার জন্য হুমকি দেয়। না গেলে তাকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে বলে ঘোষণা দেয়। বর্তমানে জসিম চাকমা প্রাণ বাঁচাতে বন্দর এলাকা ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন।

লক্ষীছড়িতে বোরকা পার্টির সন্ত্রাসী কর্তৃক এক ইউপিডিএফ সদস্যসহ ২ জনকে হত্যা

লক্ষীছড়ি প্রতিনিধি ॥ খাগড়াছড়ির লক্ষীছড়ি উপজেলার বর্মাছড়ি ও দুল্যাতলী ইউনিয়নে সেনা-সন্তু মদদপুষ্ট বোরকা সন্ত্রাসীরা পৃথক দু'টি হামলায় ইউপিডিএফের এক সদস্য ও এক সমর্থক হত্যা করেছে। ইউপিডিএফ সদস্যের নাম কল্প চাকমা (১৯) সে বর্মাছড়ি ইউনিয়নের উত্তর শুকনাছড়ি গ্রামের সুরেশ কান্তি চাকমার ছেলে। এবং সমর্থকের নাম রূপায়ন চাকমা(২০)। সে দুল্যাতলী ইউনিয়নের বারবোনা গ্রামের কৃষ্ণ চাকমার ছেলে। সন্ত্রাসীরা দু'জনকেই গলাকেটে হত্যা করে লাশ ফেলে রেখে যায়।

গত ১২ অক্টোবর শুক্রবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৮টার সময় কৃপাসুখ চাকমা ও রিপন চাকমার নেতৃত্বে কয়েকজন বোরকা সন্ত্রাসী বর্মাছড়ি ইউনিয়নের উত্তর শুকনাছড়ি গ্রামে হানা দেয়। সেখানে গিয়ে তারা অস্ত্র তাক করে বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালায়। এ সময় ইউপিডিএফ সদস্য কল্প চাকমা পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ শুকনাছড়ি গ্রামের বাসিন্দা সুনন্দ চাকমার বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। সেখানেও বোরকা সন্ত্রাসীরা তল্লাশি চালায়। সেখান থেকে সন্ত্রাসীরা তাকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

অপহরণের পরদিন অর্থাৎ ১৩ অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যার সময় ঘটনাস্থল থেকে আনুমানিক ২ কিলোমিটার দূরে জঙ্গলে তার লাশ পাওয়া যায়। তাকে ছুরিকাঘাত করে হত্যার পর লাশ ফেলে রেখে বোরকা সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়।

অপরদিকে, গত ১ নভেম্বর বৃহস্পতিবার রূপায়ন চাকমা (২০) কুপিয়ে হত্যা করে বোরকা সন্ত্রাসীরা।

জানা যায়, ঘটনার দিন সন্ধ্যার দিকে রূপায়ন চাকমা তার এক সঙ্গীসহ দুল্যাতলী দোকানে যায়। সেখান থেকে ফেরার পথে বোরকা সন্ত্রাসীরা তাকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে। পরদিন ২ নভেম্বর শুক্রবার সকালে হাজাছড়ি মুখ কৈলাশ মহাজন পাড়া এলাকায় রাস্তায় গলাকাটা লাশ পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, '২০০৯ সালে গঠনের পর থেকে পর্যন্ত বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীরা ইউপিডিএফ নেতা কাইংখই মারমাসহ কমপক্ষে ৪ জনকে খুন, ৩০ জনকে অপহরণ ও লক্ষ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ আদায় করেছে। লক্ষীছড়ি প্রশাসনের নাকের ডগায় এসব সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালালেও তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না।'

সুবলংয়ে অস্ত্রসহ সন্তু গ্রুপের এক সদস্য আটক

সুবলং প্রতিনিধি ॥ ইউপিডিএফ কর্মীকে হত্যা করতে এসে রাঙামাটির সুবলং থেকে গত ২৯ অক্টোবর সোমবার ভোর ৪টার সময় অস্ত্রসহ সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছে জেএসএস সন্তু গ্রুপের এক সদস্য। গ্রেফতারকৃত সন্তু গ্রুপের সদস্যের নাম রূপায়ন চাকমা (২৮)। তার বাড়ি নানিয়ারচরের দীঘল ছড়ি এলাকায়।

সেনা সদস্যরা তার কাছ থেকে একটি পিস্তল, তিন রাউন্ড গুলি ও একটি ছুরি উদ্ধার করেছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয়রা জানায়, আটককৃত রূপায়ন চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি (সন্তু গ্রুপ)-এর সদস্য। সে আজ ভোরে ইউপিডিএফ'র এক সদস্যকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে সুবলঙে এসেছে।

৭০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দেয়ার শর্তে বোরকা সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহৃত ব্যক্তির মুক্তি

খাগড়াছড়ির লক্ষীছড়ি উপজেলার বর্মাছড়ি ইউনিয়নের কুলুকছড়ি গ্রাম থেকে গত ১৯ নভেম্বর রাত আনুমানিক দেড় টার দিকে বোরকা সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহৃত হন অনুমনি খীসা ওরফে তুফান (৩৫) পিতা মৃত বিজয় সিন্ধু খীসা। অপহরণের পর সন্ত্রাসীরা তাকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে আটক করে রাখে। অপহরণের ৫ দিন পর গত ২৪ নভেম্বর ৭০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দেয়ার শর্তে ও ২০ হাজার টাকা নগদ নিয়ে বোরকা সন্ত্রাসীরা তাকে মুক্তি দেয়। বর্তমানে সন্ত্রাসীরা বাকী ৫০ হাজার টাকা পরিশোধ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করছেন বলে জানা গেছে। কিন্তু এত টাকা জোগাড় করার মতো তার কোন সাধ্য নেই। ফলে কখন আবার সন্ত্রাসীরা তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এ নিয়ে তিনি খুবই আতংকে রয়েছেন।

বোরকা পার্টির সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের

শেষ পাতার পর

জেলা শাখার সভাপতি নিকোলাস চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার নেতা অংকেন চাকমা ও বর্মাছড়ি এলাকার মুরুব্বী মোহনী মোহন চাকমা। সমাবেশে কয়েক শ' লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে বোরকা সন্ত্রাসীরা দীর্ঘদিন ধরে খুন, অপহরণ, চাঁদাবাজি সহ নানা অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীদের কারণে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হচ্ছে। এ এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য বোরকা সন্ত্রাসীদের বিতাড়িত করতে হবে।

বক্তারা বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে এলাকায় এলাকায় গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তারা অবিলম্বে বোরকা পার্টির সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বন্ধ করা ও খুনী বোরকা সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের জোর দাবি জানান।

সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বর্মাছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করে।

মহালছড়িতে নতুন সেনা ক্যাম্প স্থাপন

মহালছড়ি প্রতিনিধি ॥ খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলার উল্টাছড়িতে একটি নতুন সেনাক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। গত ১২ অক্টোবর করল্যাছড়ির সারণাথ অরণ্য কুটিরের পাশ থেকে অস্থায়ী সেনা ছাউনিটি সরিয়ে উল্টাছড়িতে এ ক্যাম্পটি স্থাপন করা হয়।

পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প সরিয়ে নেয়ার কথা থাকলেও নতুন করে এ ক্যাম্পটি স্থাপনের ফলে এলাকাবাসী নানা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য, বিগত জরুরী অবস্থার সময় করল্যাছড়ি সারণাথ অরণ্য কুটিরের পাশে একটি অস্থায়ী সেনা ছাউনি দিয়ে সারণাথ অরণ্য কুটিরের উন্নয়ণ কাজে বাধা প্রদান ও সেটলারদের সহযোগিতা দেয়া হয়েছিল।

শীতকালীন ফসল কাটার কাজে

১ম পাতার পর

প্রদীপ চাকমা বলেন, ইউপিডিএফ হলো জনগণের পার্টি। জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই পার্টি নিরলসভাবে সংগ্রাম করছে। তাই রাজনৈতিক কর্মসূচীর পাশাপাশি ইউপিডিএফ উৎপাদনের কাজে জনগণকে নানাভাবে সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

তিনি বলেন সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃষকদের সমস্যার প্রতি উদাসীন। সারা বছর পরিশ্রম করেও অনেক কৃষক বছরের খোরাক যোগাড় করতে পারেন না। অনেকের জমি সেটলাররা বেদখল করেছে। নানা কারণে জুম চাষেও আর ভালো ফসল হয় না। এই জুমচাষীদের ভাগ্যোন্নয়নে সরকারের কোন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি নেই।

ইউপিডিএফ নেতা কৃষকদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান।

এদিকে দিঘীনালার উপজেলার নারিকেল বাগান এলাকায় সকাল পৌনে ৯টায় "রাজপথ থেকে ক্ষেত-খামারে সর্বত্র কৃষক-ছাত্র-যুব সমাজ এক হোন, পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে সপ্তাহব্যাপী শীতকালীন ফসল উত্তোলনে সহযোগিতা প্রদান কর্মসূচি উদ্বোধন করেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের নেতা শান্তিদেব চাকমা। এ সময় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক সভাপতি ও ইউপিডিএফের সংগঠক অংগ্য মারমাসহ গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে ধান কাটার কাজে অংশ নেন।

শান্তিদেব চাকমা বলেন, শীতকালে সেচ সুবিধার অভাবে দীঘিনালার বাবুছড়া, বড়াদাম ও কবাখালিসহ বিভিন্ন এলাকার শত শত একর জমি অনবাদী পড়ে থাকে। অথচ মাত্র কয়েক লক্ষ টাকার সেচ প্রকল্প গ্রহণ করে এইসব জমিতে শীতকালে ধান ও বিভিন্ন ধরনের সবজির চাষ করা যেতে পারে।

পানছড়ি উপজেলার মির্জাটিলায় সকাল ৮টায় এ কর্মসূচি শুরু হয়। ইউপিডিএফ-এর পানছড়ি উপজেলা সংগঠক অনল চাকমাসহ ইউপিডিএফ ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা এতে অংশগ্রহণ করেন।

খাগড়াছড়ি সদরে গিরিফুলা, জামতলা, দয়ারাম পাড়া, খামার পাড়া ও বেলতলী পাড়ায় কৃষকদেরকে ধান কাটা ও তোলার কাজে সহযোগিতা দেয়া হয়।

দিঘীনালা উপজেলার নারিকেল বাগান, শান্তিপুর, বাবুছড়া কিছাংঘোট, কৃপাপুর ও বড়াদাম এলাকায় কৃষকদেরকে ধানকাটার কাজে সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

রামগড় ও মাটিরাঙ্গা উপজেলায় কালাপানি হেডম্যান পাড়া, শতকরাম ঘাটের মানিকচন্দ্র পাড়া, বাইল্যাছড়ি হেডম্যান পাড়া, কইমারা, বাইজ্যা পাড়া ও নাইক্যা পাড়া এলাকায় কৃষকদেরকে ধান কাটা ও তোলার কাজে সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

এ ধরনের একটি উদ্যোগ গ্রহণ করায় জনগণ ইউপিডিএফকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং আগামীতে এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত রাখার পরামর্শ দিয়েছেন।

নারী নির্যাতন

মহালছড়িতে সেনা সদস্য কর্তৃক তিন পাহাড়ি স্কুল ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা

খাগড়াছড়ির মহালছড়ির উপজেলাধীন ওখং কিয়াংঘাট ইউনিয়নের উল্টাছড়ি সেনা ক্যাম্পের কয়েকজন সেনা সদস্য তিন পাহাড়ি স্কুল ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ১৪ অক্টোবর রবিবার এ ঘটনা ঘটে। মেজর আযম ও লেঃ মশিউর বর্তমানে এ ক্যাম্পে দায়িত্বে রয়েছেন বলে সূত্র জানিয়েছে।

জানা যায়, ঘটনার দিন সকালে করল্যাছড়ি তিতর পাড়া থেকে ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে পড়ুয়া ৬ জন স্কুল ছাত্রী উল্টাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্লাস করতে যাচ্ছিল। যাবার পথে উক্ত সেনা ক্যাম্পের কয়েকজন সেনা সদস্য তাদের পথরোধ করে এবং নবম ও দশম শ্রেণীতে পড়ুয়া তিন জন ছাত্রীকে হাত ধরে টানাটানি করে শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায়। পরে কোন রকমে পালিয়ে গিয়ে তারা ইজ্জত রক্ষা করতে সক্ষম হয়। এ সময় অপর ছাত্রীরাও দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে নিজেদের রক্ষা করে। ছাত্রীরা লোক লজ্জার ভয়ে প্রথমে এ ঘটনাটি কাউকে না জানিয়ে গোপন রাখে। পরে তারা ঘটনাটি তাদের অভিভাবকগণকে জানালে এটি প্রকাশ পায়।

এ ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর মহালছড়ি জোন কমান্ডার লেঃ কর্নেল শহীদুল ইসলাম(বীর-৮) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ শাহেদ, উপজেলা চেয়ারম্যান সোনারতন চাকমা ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাকলী খীসাকে সাথে নিয়ে ১৭ অক্টোবর বুধবার দুপুর ১২টার দিকে উল্টাছড়ি ক্যাম্পে যান। সেখানে গিয়ে তিনি শ্লীলতাহানি চেষ্টার অভিযোগকারী তিনজন ছাত্রী, উল্টাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্রীদের অভিভাবকসহ এলাকার কয়েকজন মুরুব্বীকে ক্যাম্পে ডাকেন। এ সময় তিনি শিক্ষক ও ছাত্রীদের কাছ থেকে ঘটনা বিষয়ে জানতে চান। তাদের বক্তব্য শোনার পর তিনি ঘটনাটি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং এটি ভিত্তিহীন অভিযোগ বলেও মন্তব্য করেছেন।

উল্লেখ্য, বিগত ২০০৮ সালে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করল্যাছড়ি সারণাথ অরণ্য কুটিরের পাশে উক্ত সেনা ক্যাম্পটি স্থাপন করা হয়। সেখান থেকে গত ১২ অক্টোবর ক্যাম্পটি সরিয়ে নিয়ে অরণ্য কুটির থেকে আনুমানিক ৪ কিলোমিটার উত্তরে উল্টাছড়িতে স্থানান্তর করা হয়েছে। ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির চেষ্টার ঘটনায় জড়িত সেনা সদস্যরা ঐদিন ক্যাম্প নির্মাণের জন্য রাস্তা থেকে ইট বহনের কাজ করছিলেন বলে জানা গেছে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম গত ১৭ অক্টোবর বুধবার দুপুর ১টায় মহালছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি মহালছড়ি কলেজ মাঠ থেকে শুরু হয়ে উপজেলা পরিষদের সামনে গিয়ে এক প্রতিবাদ সমাবেশ করে। গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মহালছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি উষাময় খীসা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রতন স্মৃতি চাকমা এতে বক্তব্য রাখেন।

তারা অবিলম্বে ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির চেষ্টার সাথে জড়িত সেনা সদস্যদের গ্রেফতার পূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও ক্যাম্প সরিয়ে নেয়ার দাবি জানান।

রামগড়ে ১২ বছরের এক পাহাড়ি কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা!

খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের গরুকাটা গ্রামের ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের ১২ বছর বয়সী এক কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা চালিয়েছে রামগড় ইউনিয়নের খাগড়াবিল গ্রামের মোঃ সাদু(৪০) নামের এক সেটেলার বাঙালি। গত ১ নভেম্বর বৃহস্পতিবার এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকাল ২:৩০টার দিকে গরুকাটা গ্রামের বাসিন্দা নীল কুমার চাকমা পাশ্ববর্তী রাজেন্দ্র ত্রিপুরার বাড়িতে বেড়াতে যায়। সেখানে গিয়ে তিনি রাজেন্দ্র ত্রিপুরার ১২ বছরের কিশোরী মেয়েকে তার বাড়ি থেকে মদ আনতে পাঠায়। এ সময় তার (নীল কুমারের) বাড়িতে মোঃ সাদু মদ পান করছিলেন। বাড়িতে আর অন্য কেউ ছিলেন না। এ সুযোগে মোঃ সাদু ঐ মেয়েটিকে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। মেয়েটির চিৎকারে এ সময় গ্রামের আশে-পাশের লোকজন ছুটে এসে মোঃ সাদুকে আটক করে আচ্ছা ধোলাই দেয়। পরে তাকে বাঙালী মুরুব্বীদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

চট্টগ্রামে এক পাহাড়ি স্কুল ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার

বন্দর নগরী চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীতে পড়ুয়া এক পাহাড়ি স্কুল ছাত্রী (১৫) বাঙালি কর্তৃক গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। গত ২৮ অক্টোবর রবিবার নাসিরাবাদের পলিটেকনিক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যার সময় ঐ স্কুল ছাত্রী তার বন্ধু পিয়াস চাকমার সাথে নাসিরাবাদের পলিটেকনিক এলাকায় বেড়াতে যায়। পরে সেখানে পিয়াসের কয়েকজন বাঙালি সহপাঠি এসে ওই ছাত্রীকে জোরপূর্বক তুলে পাহাড়ের ভিতর নিয়ে যায়। সেখানে তারা ওই ছাত্রীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে মুমূর্ষ অবস্থায় ফেলে রেখে যায়। পরে ঘটনাটি জানাজানি হলে ঐ স্কুল ছাত্রীকে মুমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ পিয়াস চাকমা সহ ৫ জন স্কুল ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতরা হলো- সালমান জামান জয়(১৬), খালেদ শামস (১৭), আহমেদ ফজল শাওন (১৬), ও বন্ধু জাহিদ উদ্দিন পিটল। এরা সবাই নাসিরাবাদ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র।

এ ঘটনার প্রতিবাদে হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

রাউজানে গর্ভবতী এক পাহাড়ি নারীকে গণধর্ষণ করেছে চার যুবলীগ ক্যাডার

চট্টগ্রামের রাউজানের হলদিয়া রাবার বাগান এলাকায় স্বামীকে বেঁধে রেখে গর্ভবতী এক পাহাড়ি নারীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে যুবলীগের ৪ সন্ত্রাসী। গত ২৪ অক্টোবর বুধবার গভীর রাতে রাবার বাগানের ত্রিপুরা বটতল নামক স্থানে ঘরে ঢুকে স্থানীয় চার সন্ত্রাসী ধর্ষণকালে চিৎকার দেয়ার চেষ্টা করলে তারা স্বামী ও এক আত্মীয়কে বেদম মারধর করে। ধর্ষিতা গৃহবধূ তার স্বামী ওই রাবার বাগানের কর্মচারি। সন্ত্রাসীদের ফেলে যাওয়া একটি মোটর সাইকেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধর্ষিতার স্বামী বিপু মারমা (৩৭) বলেন 'বুধবার রাতে প্রতিদিনের মতো আমি ও আমার স্ত্রী নিজ ঘরে ঘুমাচ্ছিলাম। রাত অনুমান দেড়টার দিকে এলাকার চারজন চিহ্নিত অপরাধী সরকার দলীয় লোক মো. নাছির, জোবায়দুল আলম সোনাইয়া, জামাল উদ্দিন বাপ্পি ও নবাইয়া আমাদের ঘরে এসে দরজা খুলতে বলে। দরজা না খুললে তারা দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে। এরপর তাদের চারজনের মধ্যে নাছির ও সোনাইয়া আমাকে বেঁধে ঘর থেকে ৫০ গজ দূরে নির্জন স্থানে নিয়ে যায়। সেখানে আমাকে গাছের সাথে বেঁধে পিটিয়ে আঘাত করে। আমাকে বেঁধে রেখে তারা চারজন আমার স্ত্রী কে ঘরের মধ্যে পালাক্রমে কয়েকদফা শ্লীলতাহানি করে। তারা ভোর সাড়ে চারটা পর্যন্ত ঘটনাস্থলে অবস্থান করে। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি রাবার বাগানের ইনচার্জ মানিক বড়ুয়াকে জানাই। খবর পেয়ে সকাল ১০টার দিকে রাউজান থানা এসআই মো. হায়াত ঘটনাস্থলে আসেন।

ধর্ষিতা গৃহবধূ বলেন, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওই চারজন ব্যক্তি আমাদের ঘরে ঢুকে স্বামীকে মেরে আমাকে ঘরের মধ্যে নষ্ট করে। আমি চিৎকার দিতে চাইলে তারা আমার মুখ চেপে ধরে।'

স্থানীয় সূত্র জানায়, সন্ত্রাসীরা সবাই সরকার দলীয় রাজনীতির সাথে জড়িত।

এস আই হায়াত বলেন 'ধর্ষকদের গ্রেফতারের জন্যে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়েছি। তাদের ফেলে যাওয়া একটি মোটর সাইকেল উদ্ধার করেছি। ধর্ষণের ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে।

নান্যাচরে সেনা সদস্য কর্তৃক পাহাড়ি নারীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা!

রাঙ্গামাটির নান্যাচর উপজেলার নান্যাচর সেনা জোনে গত ৪ ডিসেম্বর সেনাবাহিনী গরীব জনগণের মাঝে কম্বল বিতরণ করে। এ সময় কম্বল নিতে আসা এক পাহাড়ি নারী (৩০) জনৈক সেনা সদস্য কর্তৃক শ্লীলতাহানির চেষ্টার শিকার হন।

জানা যায়, ঐ দিন বিকাল সাড়ে ৩টার সময় মরাচেঙ্গে গ্রাম থেকে কম্বল নিতে আসা ঐ পাহাড়ি নারী কম্বলের জন্য লাইনে দাঁড়ায়। এ সময় ভিড়ের মাঝে জনৈক সেনা সদস্যটি তার বুকে হাত দিয়ে শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায়। এ ঘটনা টের পেলে ঐ নারী তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং পায়ের সেন্ডেল খুলে ঐ সেনা সদস্যের গালে চড় লাগিয়ে দেন। এ ঘটনায় জড়িত ঐ সেনা সদস্যকে বর্তমানে জোনে ক্লোজড করা হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে। তবে ঐ সেনা সদস্যের নাম জানা যায়নি।

দিঘীনালায় সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের গুলিতে জেএসএস(লারমা)-এর দুই সদস্য আহত

খাগড়াছড়ির দিঘীনালার মেরুং ইউনিয়নের ১৬ নং কুরিয়াছড়া এলাকায় সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গুলিতে জেএসএস(এমএন লারমা) গ্রুপের দুই সদস্য আহত হয়েছে। আহতরা হলেন, জামাল চাকমা (২৯) পিতা মন্দ বিকাশ চাকমা, গ্রাম ভালবাসা মেরুং ও মেঘাঙ্কর চাকমা(২৬) পিতা কিরণ কুমার চাকমা, গ্রাম পূর্ণচন্দ্র কার্বারী পাড়া, চংড়াছড়ি, মেরুং। গত ২০ অক্টোবর শনিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, জেএসএস (এমএন লারমা) গ্রুপের সদস্য জামাল চাকমা ও মেঘাঙ্কর চাকমা দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে দিঘীনালা থেকে মোটর সাইকেল যোগে মেরুং যাচ্ছিলেন। যাবার পথে কুরিয়াছড়া এলাকায় পৌঁছলে আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা তাদের মোটর সাইকেল লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে তারা দু'জনই আহত হয়।

> আপনার এলাকায় মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা যেমন নারী নির্যাতন, ধর্ষণ বেআইনী আটক, শারিরীক নির্যাতন, ভূমি বেদখল ইত্যাদি ঘটলে তা দ্রুত আমাদেরকে জানান।

বাঘাইছড়িতে ইউপিডিএফ সমর্থককে লক্ষ্য করে সন্তু সন্ত্রাসীদের গুলি

রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি সদরের চৌমুহনীতে (শাপলা চত্বর) ইউপিডিএফ সমর্থক সত্য রঞ্জন চাকমা ওরফে সরকার্যা (৪৮) পিতা মৃত খান চন্দ্র চাকমাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছে সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা। তার বাড়ী উপজেলা সদরের বাবু পাড়ায়। গত ২২ অক্টোবর সোমবার বিকাল সোয়া চারটায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা বিপ্লব চাকমার নেতৃত্বে দু'টি মোটর সাইকেল যোগে বাঘাইছড়ি সদরে ঢুকে পড়ে। এ সময় সত্য রঞ্জন চাকমা দুর্গা পূজা উৎসব দেখার পর বাড়ী ফিরছিলেন। সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। তবে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। হামলার পর সন্ত্রাসীরা মোটর সাইকেল যোগে উপজেলার বটতলা রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যায়।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর বাঘাইছড়ি উপজেলা ইউনিটের সংগঠক সমশান্তি চাকমা এক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

তিনি অবিলম্বে এ ঘটনায় জড়িত সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের খুঁজে বের করে গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জোর দাবি জানান।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ২০ অক্টোবর শনিবার খাগড়াছড়ির দিঘীনালার মেরুং ইউনিয়নের ১৬ নং কুরিয়াছড়া এলাকায় সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা জেএসএস(এমএন লারমা)-এর দুই সদস্যের উপর গুলি চালায়। এতে জামাল চাকমা (২৯) ও মেঘাঙ্কর চাকমা(২৬) আহত হয়।

দিঘীনালায় সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের গুলিতে এক ইউপিডিএফ সদস্য নিহত

খাগড়াছড়ির দিঘীনালা উপজেলার মেরুং ইউনিয়নের চংড়াছড়ির রঞ্জনমনি কার্বারী পাড়ায় গত ৫ নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার সময় সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গুলিতে এক ইউপিডিএফ সদস্য নিহত হয়েছেন। নিহতের নাম শান্তি চাকমা (৪২) পিতা মৃত কুঞ্জর চাকমা।

জানা যায়, ঘটনার সময় শান্তি চাকমা স্থানীয় চায়ের দোকান থেকে চা খাওয়ার পর বাড়িতে যাচ্ছিলেন। যাবার পথে আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা সন্ত্রাসীরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন দিঘীনালায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

মাটিরাঙ্গায় দুই কলেজ ছাত্র গ্রেফতার, পরে জামিনে মুক্তি

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা থেকে পুলিশ কর্তৃক আটক হওয়া দুই কলেজ ছাত্র পঙ্কজ ত্রিপুরা(১৮) ও লিপন ত্রিপুরা(১৭) জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। গত ১০ অক্টোবর দুপুর ১২টার সময় মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন বাইল্যাছড়ি সাইনবোর্ড এলাকা থেকে পুলিশ বিনাকারণে তাদেরকে গ্রেফতার করে মিথ্যা মামলা দিয়ে মাটিরাঙ্গা থানা থেকে খাগড়াছড়ি জেল হাজতে পাঠায়। পরে ১৪ অক্টোবর খাগড়াছড়ি জেলা জজ আদালত তাদের জামিন মঞ্জুর করলে তারা মুক্তি পান।

উক্ত দুই কলেজ ছাত্রকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ও তাদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ মাটিরাঙ্গা থানা শাখা বিক্ষোভ মিছিল মাটিরাঙ্গা-রামগড় - মানিকছড়ি ও খাগড়াছড়ি-ঢাকা এবং খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম সড়কে অবরোধের কর্মসূচি পালন করে। ১৪ অক্টোবর তাদের জামিনে মুক্তি দেয়া হলে দুপুর ২টার পর এ অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

সম্পাদকীয়

৩য় বর্ষ ‖ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ‖ ৭ ডিসেম্বর ২০১২

আশুলিয়ায় অগ্নিদগ্ধ শতাধিক শ্রমিক: দায়ি রাষ্ট্র ব্যবস্থা

গত ২৪ নভেম্বর শনিবার রাজধানী ঢাকার অনতিদূরে আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুরে তাজরীন ফ্যাশন নামক একটি তৈরি পোষাক কারখানায় আগুন লেগে ১১১ জন শ্রমিকের নিহত হওয়ার ঘটনা পুরো দেশবাসীকে শোকে স্তব্ধ করেছে। অনেকে একে পরিকল্পিত গণহত্যা বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাংলাদেশে তৈরি পোষাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নতুন নয়; মালিক-রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর তথ্য অনুসারে ১৯৯০ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এ রকম ২১২টি ঘটনায় অন্তত ২৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে তাজরীন ফ্যাশনের ঘটনা এ যাবতকালের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ।

ঘটনার পর তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে, মন্ত্রী-সরকারের লোকজন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও আহতদের চিকিৎসার প্রতিশ্রুতি যথারীতি দেয়া হয়েছে এবং শোক দিবসও পালিত হয়েছে। অর্থাৎ যা করণীয় তা করা হয়েছে। এবার বাকি কেবল ভুলে যাওয়া। এটাও যথানিয়মে নিষ্ঠার সাথে করা হবে তাতে সন্দেহ নেই। অতীতের ঘটনাগুলোও আমরা বিস্মৃত হয়েছি। নতুন ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত সেগুলো আর স্মরণ করা হয় না।

অনিরাপদ কর্মপরিবেশ> দুর্ঘটনা > তদন্ত কমিটি+শোক+ক্ষতিপূরণ> কর্মচাঞ্চল্য> বিস্মৃতি> ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে ব্যবস্থার অভাব> নতুন দুর্ঘটনা। দেশের তৈরি পোষাক শিল্প গত তিন দশক ধরে এভাবে দুষ্ট চক্রে আটকে আছে। তবে লক্ষণীয় হলো যতই দিন যাচ্ছে ঘটনাগুলোর ব্যাপকতা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর থেকে বেরোনোর বা পরিত্রাণের উপায় কি?

বর্তমানে বাংলাদেশ হলো বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোষাক রপ্তানীকারক দেশ। চীনের পরই তার স্থান। দেশের রপ্তানী আয়ের একটি বৃহৎ অংশ আসে এই খাত থেকে। শাসকগোষ্ঠীর এ নিয়ে গর্বের শেষ নেই। কিন্তু বাংলাদেশের তৈরি পোষাক শিল্পের বিশ্ব বাজার দখলের পেছনে যাদের শ্রম-ঘাম ও রক্ত জড়িত সেই শ্রমিকদের অবস্থা কেমন তা উপরের পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায়। এক কথায় বাংলাদেশ হলো শোষণের মৃগয়াক্ষেত্র। সস্তা শ্রম বা বাধাহীন শ্রম-শোষণই হলো আসল জাদুমন্ত্র যার মাধ্যমে বাংলাদেশের তৈরি পোষাক মালিকশ্রেণী বিশ্ব বাজার দখল করতে সক্ষম হয়েছে। যদি কোন উন্নত দেশের মান বজায় রেখে এখানেও শ্রমিকদের মজুরী দিতে হতো, কারখানার পরিবেশ উন্নত করতে হতো, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার ও দর কষাকষির অধিকার থাকতো, তাহলে বাংলাদেশ কখনোই এই খাতে অন্য দেশের সাথে প্রতিযোগীতায় টিকতে পারতো না।

কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হবে বলে মনে হয় না। অনিয়ন্ত্রিত শোষণ ও বঞ্চনা শ্রমিক ও সাধারণ জনগণের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দিতে বাধ্য। আর পুঞ্জিভূত ক্ষোভ থেকে অনিবার্যভাবে জন্ম নেবে বিদ্রোহের। মানবজাতির ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয়। বর্তমানে দেশে তৈরি পোষাক শিল্পের বাড়বাড়ন্ত অবস্থা চলছে। কিন্তু সবকিছুর মতো এরও বিকাশের একটা সীমা আছে। এই বিকাশের পর্ব শেষ হলেই শুরু হবে পড়ন্ত যাত্রা। বর্তমান পর্বে শ্রমিকরা অসংগঠিত, তাদের সংগ্রাম এখনো নির্দিষ্ট আকার ও গতি লাভ করেনি। তাদের মধ্যে শ্রেণী চেতনার অভাবসহ অন্যান্য বহু দুর্বলতা বিদ্যমান। এ কারণে তাজরীন ফ্যাশনের ঘটনার পর অনেক কিছু হলেও যা হয়নি তা হলো দেশজুড়ে উত্তাল বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর এই দুর্বলতাও সাময়িক। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তারা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করবে এবং নিজেদের মুক্তির পথ একদিন তারা নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে।

শ্রম শোষণ না করে কোন পুঁজি মালিক মুনাফা লাভ করতে পারে না। যত বেশী শোষণ তত বেশী মুনাফা। তাই শ্রমিকদের স্বার্থ ও মালিকশ্রেণীর স্বার্থ কখনো এক নয়। এই দুই শ্রেণীর স্বার্থের সংঘাত অনিবার্য। দেশে যে সরকার ক্ষমতায় রয়েছে তা হলো মালিক পক্ষের, পুঁজিপতিদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি ও তাদের স্বার্থের পাহারাদার। তারা শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের স্বার্থের বিরোধী।

এই অবস্থায় শ্রমিকদের নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য দরকার নিজস্ব সংগঠন। শ্রম-দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য, তাদেরকে নিজের ওপরই নির্ভর করতে হবে। কারো করুণার ওপর নির্ভর করে এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়। যারা অত্যাচারী, শোষক তারা সংখ্যালঘু, এক শতাংশ, তবে তারা আপাতত শক্তিশালী। অপরদিকে যারা শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত তারাই সংখ্যাগুরু, তারা ৯৯ শতাংশ। তবে বর্তমানে তারা রাজনৈতিকভাবে অসংগঠিত এবং সেই কারণে দুর্বল। এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারলেই কেবল পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন সম্ভব।

পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের যে সংখ্যালঘু জাতিগুলো আজ নিপীড়নে জর্জরিত, তাদের মুক্তিও এই আশুলিয়ার তাজরীন ফ্যাশনের হতভাগ্য শ্রমিকদের, তথা দেশের শোষিত বাঙালি জনগণের মুক্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা জাতিগত নিপীড়নের কারণ হলো শোষণ। সমাজে শোষণ বন্ধ হলে এক জাতির ওপর অন্য জাতির নিপীড়নও বন্ধ হবে। কার্ল মার্কস যথার্থই বলেছেন, 'যে অনুপাতে এক ব্যক্তি কর্তৃক অন্য ব্যক্তির শোষণ শেষ হবে, সেই অনুপাতে এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতির শোষণও শেষ হবে। যে অনুপাতে একটি জাতির অভ্যন্তরস্থ শ্রেণীগুলোর মধ্যে বৈরীতা দূর হবে, সেই অনুপাতে এক জাতির বিরুদ্ধে অন্য জাতির শত্রুতাও শেষ হবে।'(In proportion as the exploitation of one individual by another is put an end to, the exploitation of one nation by another will also be put an end to. In proportion as the antagonism between classes within the nation vanishes, the hostility of one nation to another will come to an end. Communist Manifesto.) অপরদিকে শোষিত মেহনতি বাঙালি জনগণও দেশের অপরাপর নিপীড়িত জাতির জনগণকে মুক্ত না করে বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের মুক্ত করতে পারবে না। তাই শোষিত বাঙালি ও নিপীড়িত সংখ্যালঘু জাতির জনগণের ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। এই ঐক্যের প্রাথমিক কাজটি দেশের পুঁজি মালিকরা ইতিমধ্যে করে দিয়েছেন সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করার মাধ্যমে। এখন দরকার সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক ঐক্য।

আশুলিয়ায় তাজরীন ফ্যাশনের ঘটনাকে 'ষড়যন্ত্র' বা 'পরিকল্পিত গণহত্যা' যেভাবেই আখ্যায়িত করা হোক, চূড়ান্ত বিচারে এর জন্য দায়ি রাষ্ট্র ব্যবস্থা। ব্যক্তিগত মুনাফাই যখন উৎপাদনের একমাত্র লক্ষ্য, তখন শ্রমিকদের জীবন সার্বিক অর্থে অনিরাপদ হতে বাধ্য। এখানে অদক্ষ শ্রমের অফুরান প্রাচুর্যের কারণে মুনাফা-তাড়িত মালিকরা শ্রমিকদের জীবন-মান নিয়ে থোরাই পরোয়া করে।

পার্বত্য চুক্তিটি আসলে কী, 'মূলা' না 'ডেড লেটার'?

১ম পাতার পর

আন্দোলনকারীদের মধ্য থেকে সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন সুবিধাবাদী চক্রটিকে বাগিয়ে নিতে সক্ষমও হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথা উঠলে কেন সন্তু লারমা ক্ষেপে যান, মারতে উঠার উপক্রম করেন, তার কারণ শাসকচক্র চায় পাহাড়িরা নিজেরা নিজেরা মারামারি করে মরুক। যারা ১৯৯৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি আত্মসমর্পণের দিন খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে খর রৌদ্রে মাঠে আসনগ্রহণকারী শান্তিবাহিনী যোদ্ধাদের শাসিয়ে শেখ হাসিনার দেয়া বক্তব্য এবং শান্তিবাহিনী যোদ্ধাদের সাথে সরকারি কর্তাব্যক্তিদের আচরণের তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম হন নি, তাদের পরিষ্কার ধারণা লাভের জন্য এমপি'র বক্তব্য হচ্ছে পত্রের বিশেষ দ্রষ্টব্য অংশস্বরূপ। কোন সাপুড়ে নিজের ঝাঁপির সাপ ভয় পায় না, সে সাপ যত বিষধরই হোক। ফণা তুলে উদ্যত সাপকে সাপুড়ে বাঁশি বাজিয়ে নাচায় এবং সখের বশে নিজে হাঁটুতে ছোবল মারতে দেয়, এ খেলা দেখিয়ে বিনিময়ে লাভ করে নগদ কিছু পয়সা কড়ি। শীতের মওসুমে পাড়া-গ্রামে সাপুড়ের এ খেলার সাথে কমবেশি সবাই পরিচিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিতেও এ খেলাই চলছে। এখানে সরকারের ভূমিকা সাপুড়ের আর আঞ্চলিক পরিষদে অধিষ্ঠিত সন্তু লারমার ভূমিকা ঝাঁপির দাঁতভাঙা বিষধর সাপটির মত। নিজের স্বার্থেই বিশেষ বিশেষ দিবসে সন্তু লারমাকে দিয়ে শাসকচক্র সরকার বিরোধী গরম কথাবার্তা বলিয়ে নেয়, যা পত্র-পত্রিকায় ফলাওভাবে প্রচার হয়। জনগণের সামনে সন্তু লারমাকে 'প্রতিবাদী দেশপ্রেমিক' সাজতে না দিলে তো সরকারের কার্য সিদ্ধি হয় না। আর সরকারের কথামত না চললে আঞ্চলিক পরিষদের গদিতে থাকা সম্ভব নয়। অনির্বাচিতভাবে এত বছর প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানরাও থাকতে পারে নি। এত দুর্নীতি কেলেঙ্কারির অভিযোগ সত্ত্বেও এত বছর ধরে প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকার নজীর দেশের অন্যত্রও কোথাও নেই।

> 'পার্বত্য চুক্তির' দেড় দশক পূর্তিতে প্রদত্ত বিবৃতিতে ইউপিডিএফ 'পার্বত্য চুক্তি'কে 'ডেড লেটার' (Dead letter) হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। প্রাপক ও প্রেরকের সন্ধান না মেলায় যে পত্র বিলি না হয়ে ডাক বিভাগে পড়ে থাকে, যার দাবিদার কেউ না; যে বিধির প্রতি আর মনোযোগ দেয়া হয় না, আইন হিসাবে যা আর পালিত হয় না—তাকে বলা হয় ডেড লেটার। সে দিক থেকে 'পার্বত্য চুক্তি'র যে দশা তাকে ডেড লেটার বলা যথার্থ।

রাঙামাটির তৎকালীন এমপি 'পার্বত্য চুক্তি'র বিষয়ে জানতেন, বুঝে ফেলেছিলেন সন্তু লারমার দৌড়ও। বর্তমানে রাঙামাটিতে কর্মরত এমপি বা খাগড়াছড়ি-বান্দরবানে নিযুক্ত এমপি'রাও যে ভিতরের সে সব ব্যাপার স্যাপার জানেন না বা বুঝেন না, তা মনে করার কারণ নেই। কিন্তু তারা বলেন না অন্য হিসাব-নিকাশের কারণে। সন্তু লারমার সাঙ্গপাঙ্গরা সে সময় গোস্বা করে এমপি'র বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে মিছিলও করেছিল। কিন্তু এমপি'র বক্তব্য যে মিথ্যা তা সন্তু লারমা এ পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারে নি। কোন দিনই প্রমাণ করা সম্ভবও নয় তার পক্ষে। 'পার্বত্য চুক্তি' সম্পাদনের দেড় দশক পূর্তিতে রাঙামাটি ও ঢাকায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান সভা আয়োজনের ধরন এবং সন্তু লারমার কথাবার্তায় (যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত) তার দুর্বলতা আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

এমপি হুমায়ুন কবীরের কথাবার্তা ছিল একেবারে কাটখোট্টা 'সন্তু লারমার এখন হুমকি দেয়া ছাড়া আর কাজ নেই' (জনকণ্ঠ ১৮ জুন ২০০৩)। তিনি এও পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন 'জনসংহতি সমিতির অসার তর্জন-গর্জনে কিছু যায় আসে না' (প্রথমআলো ১৮ জুন ২০০৩)।

'পার্বত্য চুক্তি'র দেড় দশক পূর্তিতে ৩০ নভেম্বর সুন্দরবন হোটেলে সংবাদ সম্মেলন, ১ ডিসেম্বর গুলশানের ব্র্যাক সেন্টার ইন (রেঁস্তোরা) সেমিনার এবং ২ ডিসেম্বর ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনে আয়োজিত আলোচনা সভায় ঘুরে ফিরে একই কথা বলেছেন সন্তু লারমা। সবই চর্বিত চর্বন, গৎবাঁধা। 'পার্বত্য চুক্তি' বাস্তবায়ন না করার জন্য গালমন্দ করেছেন সরকারের। বরাবরের মতই বিষোদগার করেছেন ইউপিডিএফ-এর। গত বছর চুক্তির বর্ষপূর্তিতে সরকারের বিরুদ্ধে জঙ্গী আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা ছিল, এবার তা নেই। গত বছরের ঘোষণা অনুযায়ী এ বছর মার্চে সন্তু লারমা নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতির জঙ্গী আন্দোলন হওয়ার কথা। মার্চ পড়িয়ে ডিসেম্বর এল, কোন আন্দোলন হল না, আদৌ হবে তা বিশ্বাস করা কঠিন। চুক্তির দেড় দশক পূর্তিতে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনের সভায় অনেকটা মিনতির সাথে ইঙ্গিত করেছেন 'সশস্ত্র সংগ্রামের পথে চুক্তি বাস্তবায়নের', সে সব 'অসার তর্জন গর্জন' বলে অনেক আগেই নাকচ করে দিয়েছিলেন রাঙামাটির এমপি। সরকারের নিকট ঐ সব হুমকির গুরুত্ব নেই, প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও তা পাত্তা দেয় না। 'এসিতে ঢুকে, গাড়িতে বসে এ বয়সে আন্দোলন সম্ভব নয়'—সেটাও এমপি খোলামেলা বলেছেন। যা অন্যরা জানলেও বলছে না। আর একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি চক্র সব জেনে শুনে 'পার্বত্য চুক্তি'র প্রকল্প থেকে ফায়দা লুটার জন্য যুক্ত হয়েছে।

'৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা ছিল না। সে কারণে আওয়ামী লীগের যুক্তি ছিল এই, সদিচ্ছা থাকলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা না থাকায় চুক্তি বাস্তবায়ন করতে পারে নি। কিন্তু ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেছে। নির্বাচনী ইশতেহারে 'পার্বত্য চুক্তির' পূর্ণ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারও ছিল। প্রতিশ্রুতি মত 'পার্বত্য চুক্তি' বাস্তবায়ন না করে গত বছর ৩০ জুন সরকার বিতর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনী আইন পাস করে বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়। ক্ষমতার মেয়াদ আছে আরও এক বছর মাত্র, ২০১৪ সালের জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন হতে হবে। এ সময়ের মধ্যে সরকারের এজেন্ডায় পার্বত্য চট্টগ্রাম নেই তা বুঝতে রাজনীতিবিদ হতে হয় না। আওয়ামী লীগ সরকার এ মেয়াদেও 'পার্বত্য চুক্তি' বাস্তবায়ন করবে না তা স্পষ্ট হয়েছে।

বুঝতে বাকী থাকে না সরকার বাস্তবিকই 'পার্বত্য চুক্তি'কে 'মুলা'র মত ঝুলিয়ে রেখেছে। স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্নও দেখা দেয়, 'মুলাসদৃশ 'পার্বত্য চুক্তির' পেছনে ছোটার মানে বা কী?

'পার্বত্য চুক্তির' দেড় দশক পূর্তিতে প্রদত্ত বিবৃতিতে ইউপিডিএফ 'পার্বত্য চুক্তি'কে 'ডেড লেটার' (Dead letter) হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। প্রাপক ও প্রেরকের সন্ধান না মেলায় যে পত্র বিলি না হয়ে ডাক বিভাগে পড়ে থাকে, যার দাবিদার কেউ না; যে বিধির প্রতি আর মনোযোগ দেয়া হয় না, আইন হিসাবে যা আর পালিত হয় না—তাকে বলা হয় ডেড লেটার। সে দিক থেকে 'পার্বত্য চুক্তি'র যে দশা তাকে ডেড লেটার বলা যথার্থ। #

ইউপিডিএফ ও জেএসএস-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠক ও সমঝোতা প্রসঙ্গে

এন চাকমা

[এই নিবন্ধটি গেল অক্টোবর মাসে ইন্টারনেটে প্রচার করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে দুই আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ইউপিডিএফ-জেএসএস'র মধ্যে কেন ঐক্য হচ্ছে না এবং কারা ঐক্য সমঝোতা চায় না সে বিষয়টি এই নিবন্ধের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নিবন্ধটির গুরুত্ব বিবেচনা করে নিবন্ধটি হুবহু এখানে ধারাবাহিকভাবে ছাপানো হলো- সম্পাদক]

ইদানিং সন্তু লারমার অনুসারীরা ইউপিডিএফ ও জেএসএস (সন্তু গ্রুপ) এর মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠক ও সমঝোতা সম্পর্কে মনগড়া, অসত্য ও অর্ধসত্য তথ্য দিয়ে লোকজনকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস চালাচ্ছে। তারা এমনভাবে প্রচারণা চালাচ্ছে যেন জেএসএস-ই (সন্তু গ্রুপ) সমঝোতার উদ্যোক্তা, আসল শান্তিবাদী এবং অপরদিকে ইউপিডিএফ সমঝোতার শর্ত লঙ্ঘনকারী। ঐক্য-সমঝোতার জন্য সাধারণ জনগণসহ বিভিন্ন মহলের পক্ষ থেকে সন্তু গ্রুপের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি হওয়ায় সন্তু গ্রুপ আলোচনা-ঐক্য-সমঝোতা ঠেকিয়ে রাখার জন্য এই জঘন্য মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে দুই পার্টির মধ্যে বিভিন্ন সময় অনুষ্ঠিত বৈঠক ও গৃহীত সমঝোতা সম্পর্কে সঠিক, বস্তুনিষ্ঠ ও বিস্তারিত তথ্য জানানো প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অবশ্য ইতিপূর্বে গত বছর ইন্টারনেটে সন্তু গ্রুপ ও ইউপিডিএফ সমর্থকদের মধ্যে এ সম্পর্কে যে বিতর্ক হয়েছিল তাতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে যে, জেএসএস সন্তু গ্রুপের প্রধান সন্তু লারমাই চলমান ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতের জন্মদাতা, তিনিই আলোচনা-সমঝোতার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক, তিনিই সমঝোতার শর্ত লঙ্ঘনকারী এবং তার কারণেই এখনো ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত চলছে।

উক্ত ইন্টারনেট বিতর্কে তাদের মুখোশ উন্মোচিত হওয়ার পর সন্তু গ্রুপের সমর্থকরা একদিন বেশ চুপচাপ ছিলেন। কিন্তু কিছু দিন আগে রাঙামাটি হামলার পর তারা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে দুই পার্টির মধ্যে বৈঠক-সমঝোতা সম্পর্কে নতুন মিথ্যা তথ্য যোগ করে ইন্টারনেটে হাজির হয়। এর উদ্দেশ্য হলো রাঙামাটি হামলার প্রেক্ষিতে জেএসএস সন্তু গ্রুপের কাছে ইউপিডিএফের দেয়া ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচির প্রস্তাব তছনছ করে দেয়া। ইন্টারনেটে চলমান ঐক্য আলোচনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে জুম্ম জাতির ক্রান্তিলগ্নে জাতীয় ঐক্যের সকল সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দেয়া। তবে তাদের এই ঘৃণ্য অপচেষ্টার জন্য তারা সকল মহলের কাছে হাস্যাস্পদ, নিন্দিত ও তিরস্কৃত হয়েছে। অবশ্য পরে তারা সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা প্রবল দেখে ইন্টারনেটে দ্রুত তাদের সুর পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে।

ইউপিডিএফ ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণের প্রচেষ্টাকে প্রাধান্য দিয়ে শত উস্কানি সত্ত্বেও ইউপিডিএফ ও জেএসএস-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠক ও সমঝোতা প্রশ্নে বিতর্কে জড়িয়ে না পড়ার ঘোষণা দিয়েছিল। যেহেতু, ইউপিডিএফের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সন্তু গ্রুপকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণে রাজী করানো সম্ভব হয়নি, তাই এখন সন্তু গ্রুপের সমর্থকদের মিথ্যা ও কাল্পনিক অভিযোগের জবাব দিয়ে সকলের কাছে প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরা দরকার।

১। আলোচনায় জেএসএস-এর অনীহা:
কখন কিভাবে সংঘাতের সৃষ্টি সে বিষয়ে না গিয়ে এখানে বলা দরকার, ১৯৯৮ সাল থেকেই ইউপিডিএফ (পার্টি গঠনের আগে তিন সংগঠন পাহাড়ি গণ পরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন) আলোচনার মাধ্যমে দুই পক্ষের মধ্যে মত পার্থক্য ও পরে সংঘাত নিরসনের আহ্বান জানিয়ে আসছে। তিন সংগঠন বা ইউপিডিএফ প্রচারপত্র, নিজস্ব বুলেটিন ও তিন জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মারফত জেএসএস-এর কাছে এই আহ্বান জানায়। ১৯৯৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল পানছড়িতে প্রদীপ লাল চাকমা ও কুসুম প্রিয় চাকমার খুনের হওয়ার পর প্রয়াত উপেন্দ্র লাল চাকমা, হংসধ্বজ চাকমা ও আন্তর্জাতিক সংগঠন ইউএনপিও (Unrepresented Nations and Peoples Organizations)সহ দেশী বিদেশী অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী সমঝোতার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু জেএসএস এতে ইতিবাচক সাড়া না দেয়ায় তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। জেএসএস ইউপিডিএফকে স্বীকৃতি দিতে পর্যন্ত নারাজ ছিল। এমনকি ১৯৯৮ সালে জেএসএস প্রধান সন্তু লারমা 'এক বনে দুই বাঘ থাকতে পারবে না' অর্থাৎ জেএসএস ছাড়া আর কোন দল থাকতে পারবে না বলে ঘোষণা দেন। ইউপিডিএফ যেমন শুরু থেকেই আলাপ আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও সংঘাত নিরসনের পক্ষপাতি ছিল, তেমনি তার বিপরীতে সন্তু লারমা তথা জেএসএস উগ্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দুই পার্টির মধ্যে এই রাজনৈতিক ও আদর্শিক দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে চেয়েছিলেন এবং এখনো চাচ্ছেন। ফলে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক ইউপিডিএফ নেতাকর্মীর ওপর সশস্ত্র হামলা চলতে থাকে। এসব হামলায় ইউপিডিএফের অনেক নেতাকর্মী খুন, আহত ও পঙ্গু হন। অপরদিকে ইউপিডিএফের অগণিত কর্মী সমর্থক স্থানীয়ভাবে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাধ্য হন। এ সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত বলার কোন অবকাশ নেই।

প্রথমদিকে অনীহা ও বিরোধীতা সত্ত্বেও সংঘাতের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের চাপ ও আভ্যন্তরীণ দলীয় সংকটসহ নানা কারণে জেএসএস নেতৃত্ব ইউপিডিএফের সাথে আলোচনার টেবিলে বসতে ও সমঝোতায় উপনীত হতে বাধ্য হয়েছে, যদিও সেই সমঝোতা তারা পরে লঙ্ঘন করেছে। নিচে ১৯৯৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ইউপিডিএফ ও জেএসএস এর মধ্যে যে সব সমঝোতা বৈঠক হয়েছে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

২। প্রথম বৈঠক: ১৯৯৯ সালের দীঘিনালা চুক্তি:
দীঘিনালায় ইউপিডিএফের সাথে জেএসএসএর মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে এক চুক্তি হয়। আসলে জেএসএস এই চুক্তি করতে ইউপিডিএফের স্থানীয় নেতাদের বাধ্য করেছিল তাদের ওপর একের পর এক হামলার মাধ্যমে, যে হামলায় ইউপিডিএফ নেতা অনিমেষ চাকমা (যিনি পরে ২০১০ সালের ২১ মে রাঙামাটির কুতুকছড়িতে সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র হামলায় শহীদ হন) ও ধর্মজ্যোতি চাকমা অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। দীঘিনালার উক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৯ সালের ১৭ মে বাবুছড়া ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান পরিতোষ চাকমাসহ অন্যান্য মুরুব্বীদের মধ্যস্থতায়। এতে ইউপিডিএফের প্রতিনিধিত্ব করেন অনিমেষ চাকমা ও ধর্মজ্যোতি চাকমা। জেএসএসএর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ঈশ্বর বাবু, মিত্রবাবু ও বিকাশ বাবু। মুরুব্বীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পূর্ণ কুমার মাস্টার, বাবুছড়ার সাবেক ইউপি মেম্বার কালেন্দু চাকমা, একই ইউনিয়নের প্রাক্তন মেম্বার ও অনিমেষ চাকমার বাবা অনন্ত বিকাশ চাকমা, দুলছড়ি মৌজার হেডম্যান উদয় শংকর চাকমা ও বাবুছড়া বাজার চৌধুরী জিতেন্দ্রিয় চাকমা।
সমঝোতার শর্ত ছিল: ১. একে অপরের ওপর হামলা বন্ধ করা, ২. উভয় দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে আলোচনা করে পরবর্তী বৈঠক ঠিক করা এবং ৩. ছয় মাস পর্যন্ত ইউপিডিএফ দীঘিনালায় কোন সাংগঠনিক কাজ চালাতে পারবে না।
বিশ্লেষণ: অযৌক্তিক, অন্যায্য ও অসম হলেও কেন্দ্রীয় নির্দেশে ইউপিডিএফ দীঘিনালা ইউনিট এই শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। ইউপিডিএফ শর্ত মোতাবেক ছয় মাস পর ডিসেম্বর-জানুয়ারীর দিকে দীঘিনালায় তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু করে। অপরদিকে জেএসএস উক্ত সমঝোতা শর্ত লঙ্ঘন করে। বৈঠকের কয়েক দিন পর তারা ইউপিডিএফ সদস্য শান্তি প্রিয় চাকমা ওরফে চোখ্যাকে (বাড়ি বাবুছড়া দুধা বাজার) খাগড়াছড়ি থেকে ফেরার পথে দীঘিনালা থেকে অপহরণ করে। পরে স্থানীয় মুরুব্বীদের মধ্যস্থতায় তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। এরপর ২০০০ সালের ৭ ফেব্রুয়ারী তারা বাবুছড়ায় সশস্ত্র হামলা চালিয়ে দেবোত্তম চাকমাকে খুন করে।

৩। দ্বিতীয় বৈঠক: ২০০০ সালের নারাঙহিয়া চুক্তি:
দীঘিনালা চুক্তির কয়েক মাস পর অপ্রত্যাশিতভাবে খাগড়াছড়ির স্থানীয় জেএসএস নেতারা ইউপিডিএফ-এর সাথে বৈঠকে বসতে রাজী হন। ফলে ২০০০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী নারাঙহিয়ায় উক্ত বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। জেএসএস এর পক্ষে বৈঠক উপস্থিত ছিলেন ভাবিন্দ্র লাল চাকমা পেলে এবং ইউপিডিএফের পক্ষে দীপ্তি শংকর চাকমা। বৈঠকে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বৈঠকটি সন্তু লারমার অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় তিনি ভারতের কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। বৈঠক ও সমঝোতার খবর শোনা মাত্রই তিনি ঘোষণা দেন যে, তিনি এই বৈঠক ও সমঝোতা মানেন না।

অপরদিকে, বৈঠকটি সম্পর্কে ইউপিডিএফের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অবহিত ছিল না। সমঝোতা হওয়ার একদিন পরই তারা তা জানতে পারেন। মূলত তাড়াহুড়ো করেই উক্ত বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল, বৈঠক আয়োজনে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উভয় পক্ষের বহু দুর্বলতা ছিল। কিন্তু তারপরও ইউপিডিএফের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব উক্ত সমঝোতাকে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় জেএসএস-এর উক্ত নেতৃত্ব এই সমঝোতা কার্যকর হতে দেয়নি।

এটা সত্য সমঝোতা সাক্ষর হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যে কমলছড়িতে জেএসএস এক কর্মী মারা গিয়েছিল। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছিল যোগাযোগের অভাবের কারণে। যে সময় চুক্তি হয়েছিল সে সময় এখনকার মতো পার্বত্য চট্টগ্রামে মোবাইল নেটওয়ার্ক ছিল না। লোক পাঠিয়ে খবর দিতে হতো এবং খবর সংগ্রহ করতে হতো। বৈঠকের ফলাফল মাঠ পর্যায়ে পৌঁছার আগেই ওই দুর্ঘটনা ঘটেছিল।
বিশ্লেষণ: একটি চুক্তি কার্যকর হতে সময় লাগে। স্বাক্ষর হওয়া মাত্রই যে তা কার্যকর হবে তা সব সময় আশা করা যায় না। কিন্তু জেএসএস যার নেতৃত্ব বহু বছরের সংগ্রামে পোড়খাওয়া দাবীদার তারা এক্ষেত্রে সহনশীলতা, ধৈর্য্য ও আন্তরিকতা দেখাতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিলেন। তারা ইউপিডিএফের কাছে মধ্যস্থতাকারীদের মারফত বা সভ্য সমাজে প্রচলিত অন্য কোন পন্থায় তাদের কর্মী নিহত হওয়ার দুঃখজনক ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে পারতেন, ঘটনার জন্য ক্ষমা চাওয়ার দাবি করতে পারতেন ইউপিডিএফের কাছে। কিন্তু সেটা না করে সন্তু লারমা গোটা সমঝোতা প্রক্রিয়াটিকেই নাকচ করে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তার সশস্ত্র কর্মীরা উক্ত সমঝোতা স্বাক্ষরের ১৬ দিন পর ৮ মার্চ পানছড়িতে তারা কুমার চাকমাকে ও পরে ২৮ এপ্রিল মহালছড়িতে সদয় শিশু চাকমা ও সুই মং মারমাকে খুন করে। যদি সমঝোতার শর্ত লঙ্ঘন কাকে বলে আলোচনা করা হয় তাহলে প্রকৃত অর্থে এটাকেই সমঝোতার শর্ত লঙ্ঘন বলে অভিহিত করতে হবে। কারণ জেএসএসএর উক্ত হামলা ছিল Intentional ও চুক্তির খবর জানার পর। অপরদিকে, কমলছড়ির জেএসএস কর্মী নিহত হওয়াটার ঘটনাটা ছিল ইউপিডিএফের দিক থেকে Unintentional and accidental এবং সমঝোতার খবর জানার আগে। জেএসএস (সন্তু লারমা) যদি প্রতিহিংসা পরায়ণ না হয়ে ধৈর্য্য, সংযম, সহনশীলতা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিতেন তাহলে নারাঙহিয়ার সমঝোতা অবশ্যই বাস্তবায়িত হতো।

৪। তৃতীয় বৈঠক: ২০০০ সালে উপেন্দ্র লাল চাকমার বাড়ি, মহাজন পাড়া, ঐক্যফ্রন্টের প্রস্তাব:

এরপর ২০০০ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও খাগড়াছড়ি সরকারী বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক নবীন কুমার ত্রিপুরাসহ অন্যান্যদের মধ্যস্থতায় খাগড়াছড়ির মহাজন পাড়ায় উপেন্দ্র লাল চাকমার বাড়িতে দুই পার্টির মধ্যে এক সমঝোতা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে অংশ নেন ইউপিডিএফের পক্ষে সঞ্চয় চাকমা, অনিমেষ চাকমা ও অভিলাষ চাকমা। অপরদিকে জেএসএসের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন লক্ষ্মীপ্রসাদ চাকমা ও সত্যবীর দেওয়ান। বৈঠকে ইউপিডিএফ লিখিতভাবে তিন দফা ঐক্য প্রস্তাব তুলে ধরে। দফাগুলো হলো, ১. অচিরেই ইউপিডিএফ ও জনগণের ওপর আক্রমণ বন্ধ করা, ২. সরকারের বিরুদ্ধে ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা, এবং ৩. ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের লক্ষ্যে ইউপিডিএফ ও জেএসএস সহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের সমন্বয়ে 'জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট গড়ে তোলা'। ন্যূনতম কর্মসূচী বলতে যদি চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন বোঝায় তাতেও ইউপিডিএফ রাজী বলে বৈঠকে জেএসএস নেতাদের জানিয়ে দেয়া হয়। স্বাধিকারের ২০০৩ সালের ২০ জুন সংখ্যায় প্রকাশিত "ইউপিডিএফ ও জেএসএস-এর মধ্যে মধ্যস্থতার প্রচেষ্টা" শিরোনামের এক নিবন্ধে জানা যায়, 'দুই পার্টির মধ্যে কি ধরনের ঐক্য হবে সে ব্যাপারেও উক্ত বৈঠকে আলোচনা হয়। ইউপিডিএফ এর পক্ষ থেকে তিনটি বিকল্প প্রস্তাব দেয়া হয়। এক. দুই পার্টি কর্তৃক যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের জন্য যৌথ তৎপরতা। দুই. একে অপরের কর্মসূচিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে যুগপৎ কর্মসূচী গ্রহণ। তিন. চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে জেএসএস নিজে কর্মসূচী গ্রহণ করবে এবং ইউপিডিএফ সে কর্মসূচিতে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করবে। এই শর্তে যে, জেএসএস ইউপিডিএফ এর ওপর তাদের আক্রমণ বন্ধ করবে। এই তিন বিকল্প প্রস্তাবের যে কোন একটি জেএসএস তাদের সুবিধা অনুসারে গ্রহণ করতে পারবে বলে ইউপিডিএফ এর পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়া হয়।'

কিন্তু জেএসএস ইউপিডিএফের উক্ত প্রস্তাবে রাজী হয়নি, এমনকি বৈঠকের সিদ্ধান্ত ও কার্যবিবরণী লিখিত করতেও অসম্মতি জানায়। (চলবে)

সন্তু লারমা প্রতারিত হয়েছেন

ফজলুল বারি

[পার্বত্য চুক্তির ১৫ বছরপূর্তি উপলক্ষ্যে সিডনী প্রবাসী সাংবাদিক ফজলুল বারি তার ফেসবুক স্টেটাসে শিরোনাম ছাড়া এ লেখাটি লেখেন। পার্বত্য চুক্তির প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বুঝার জন্য তার এ লেখাটির গুরুত্ব অনুধাবন করে শিরোনাম দিয়ে লেখাটি হুবহু এখানে ছাপানো হলো।-সম্পাদক]

পার্বত্য শান্তি চুক্তির পনের বছর পূর্তি হলো ২ ডিসেম্বর। এ নিয়ে দুপুরে অনেক বাতচিত শুনলাম। এই চুক্তিটিকে খুব কাছে থেকে অনুসরণের সুযোগ হয়েছিল। তাই আজকের পরিস্থিতি দেখেশুনে মনে হচ্ছে, এ চুক্তি আর বাস্তবায়িত হবেনা। বিএনপি-জামায়াতকতো এই চুক্তির প্রকাশ্য শত্রু। আওয়ামী লীগও আর চুক্তি স্বাক্ষরের অবস্থানে নেই।

১৯০০ সালের হিল ট্রাক্টস রেগুলেশন এ্যাক্টকে মাথায় রেখে চুক্তিটি হয়েছিল। ১৯০০ সালের হিলট্রাক্টস রেগুলেশন এ্যাক্টে বলা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি বিশেষ অঞ্চল। বিশেষ একদল জনগোষ্ঠী তথা আদিবাসীরা সেখানে থাকেন, রাজা-হেডম্যান-কারবারী সহ তাদের নিজস্ব একটি সামাজিক শাসন ব্যবস্থা সেখানে আছে। সামাজিক ভূমি ব্যবস্থাপিও তাদের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের সময় হিলট্রাক্টস রেগুলেশন এ্যাক্টের মৌলিক এই জায়গাগুলো যা আওয়ামী লীগ মানতো তারা সেখান থেকে সরে এসেছে। বিএনপি-জামায়াতের মতো আদিবাসী কনসেপ্টটাইতো তারা এখন মানেনা। আওয়ামী লীগ সেখানে এই কনসেপ্টটিতে বিএনপি-জামায়াতের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আদিবাসী-বিশেষ অঞ্চল এসব না মানলে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর বা এরপক্ষে থাকা যায়না।

বিএনপি-জামায়াতের পাশাপাশি দেশের সামরিক-বেসামরিক আমলারা এই চুক্তির বিরুদ্ধে ছিল। বিশেষ করে সেনাবাহিনী এটি কোন অবস্থাতে মেনে নেয়নি। আমার মনে আছে চুক্তি স্বাক্ষরের পর রাঙামাটিতে সিআইডির উদ্যোগে একদল মিডিয়া টিম নিয়ে গেলে সেখানেও মিডিয়া সদস্যদের চুক্তির বিরুদ্ধে বলছিলেন এক সামরিক কর্মকর্তা। সামরিক বাহিনীর উদ্যোগে আগেও অবশ্য বিশেষ কিছু সাংবাদিকদের নিয়মিত হেলিকপ্টার ভ্রমণে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে গিয়ে নানান উপহার দেয়া হতো। তারা ঢাকা ফিরে এসে কায়দা করে সেনাবাহিনীর ফরমায়েশী নানান রিপোর্ট লিখতেন। সর্বশেষ নানাকিছু দেখেশুনে মনে হয়েছে সেনাবাহিনী আগে কিছু ভাড়াটে সাংবাদিকদের এটা সেটা দিয়ে কব্জা করতো(দেশের অনেক সাংবাদিকের পার্বত্য অঞ্চলে সেনাবাহিনীর দেয়া জমি-বাগান এসব আছে), এখন তারা সেটি করেছে শাসক গোষ্ঠীর বিশেষ কিছু লোকজনের জন্য।

আরেকটি কথা বলি, পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী পাহাড়িরা কিন্তু বাঙালি বিদ্বেষী না। শত শত বছর ধরে যেসব বাঙালি বংশ পরম্পরায় পাহাড়ে আছেন, তাদের সঙ্গে পাহাড়িদের সঙ্গে কিন্তু কোন গোলমাল নেই। জিয়া-এরশাদের সামরিক শাসনের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে নৃতাত্ত্বিক পালটে দেবার নিয়তে যে সব সেটেলারদের পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে পাহাড়িদের বাড়িঘর-জমিতে বসানো হয়েছে, গোলমালের সূচনা কিন্তু সেখান থেকে। খাগড়াছড়ির ওয়াদুদ ভূঁইয়া থেকে শুরু করে গোলমালের সব নেতৃত্ব, এমনকি পাহাড়ের অনেক সাংবাদিক-প্রেসক্লাবও সেখানে সামরিক বাহিনীর সৃষ্টি। এর সবকিছু জেনেশুনেই কিন্তু পরিবর্তনের আশায় শান্তিচুক্তি হয়েছিল। কিন্তু সেই আওয়ামী লীগ আর আজকের আওয়ামী লীগ কিন্তু এক নয়। তখনও কিন্তু শেখ হাসিনাকে বিশ্বাস করে একভাবে অন্ধ সমর্থন আর শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করেছিল ইউপিডিএফ। আমরা শান্তিচুক্তির সমর্থকরা তখন প্রসিত বিকাশ খীসার নেতৃত্বাধীন ইউপিডিএফ-এর নিন্দা করেছি। কিন্তু আজকের বাস্তবতা প্রমাণ করে সন্তু লারমা প্রতারিত হয়েছেন।

সৌজন্যে : ফেসবুক, ৩ ডিসেম্বর ২০১২

আঞ্চলিক পরিষদ থেকে সন্তু লারমাকে অপসারণের দাবি

জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের সভাপতি সন্তু লারমাকে আঞ্চলিক পরিষদ থেকে অপসারণ এবং তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত দুর্নীতি ও বিভিন্ন কেলেংকারীর তদন্তের দাবি জানিয়েছে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি সুমেন চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী কণিকা দেওয়ান ২ ডিসেম্বর রবিবার এক যুক্ত বিবৃতিতে এ দাবি জানান।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, "সন্তু লারমা রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও ক্ষমতা অপব্যবহার করে পার্বত্য চট্টগ্রামে হত্যালীলা চালিয়ে যাচ্ছেন। চুক্তির পর আজ পর্যন্ত তার সশস্ত্র সদস্যদের হাতে ইউপিডিএফ ও তার সহযোগী সংগঠনের ২৩১ জন নেতা, কর্মী ও সমর্থক প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া তার দলের সন্ত্রাসীরা জনসংহতি সমিতির এম. এন. লারমা গ্রুপ, আওয়ামী লীগ, যুব লীগ, কৃষক লীগ ও ছাত্র লীগের অনেক নেতাকর্মীকে খুন ও অপহরণ করেছে। এক কথায় ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি শান্তি আনতে ব্যর্থ হলেও, তা সন্তু লারমাকে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের সুযোগ করে দিয়েছে।"

সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতের দায় এড়াতে পারে না উল্লেখ করে তিন সংগঠনের নেতারা আরো বলেন, এই সংঘাত ও হানাহানি জিইয়ে রাখার জন্যই সরকার সন্তু লারমাকে ১৫ বছর ধরে আঞ্চলিক পরিষদের পদিতে বসিয়ে রেখেছে। নির্বাচন ছাড়া আঞ্চলিক পরিষদের মতো একটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংস্থায় দেড় দশক ধরে এভাবে তাকে পদিনশীন রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার হরণ করা হয়েছে বলে তারা মন্তব্য করেন।

তারা বলেন, সন্তু লারমার দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারীতা ও কেলেংকারী সর্বজনবিদিত। তাকে আঞ্চলিক পরিষদ থেকে অপসারণ পূর্বক তার বিরুদ্ধে খুন ও দুর্নীতির বিচার করা না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না।

কাপ্তাইয়ে বনরক্ষীদের গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত

কাপ্তাই প্রতিনিধি ঃ রাঙামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলাধীন কাপ্তাই ইউনিয়নের বনবিভাগের রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকার শালবন ঝুম এলাকা নামক স্থানে গৃহস্থালি কাজের ব্যবহারের জন্য একটি ভেঙে পড়া জারুল গাছ কাটার সময় রিপ্তলাল তঞ্চঙ্গ্যা পালক্যা (৩৫) পীং বিধক ধন তঞ্চঙ্গ্যা নামের এক নিরীহ গ্রামবাসী বনরক্ষীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন। নিহতের বাড়ি শালবন এলাকারই পার্শ্ববর্তী তাল্লাছড়া নামক গ্রামে। গত ১৯ অক্টোবর দুপুর আনুমানিক ১২টায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, স্থানীয় বনবিভাগের মুখবিট এর বিট কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর এর নেতৃত্বে একদল বনপ্রহরী রিপ্তলাল তঞ্চঙ্গ্যাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই সে নিহত হয়। এদিন বিকাল আনুমানিক ৫:১৫ টায় কাপ্তাই পুলিশ ফাঁড়ির একদল পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার করে।

উল্লেখ্য যে, ঐ শালবন ঝুম এলাকাটি রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকার অন্তর্ভুক্ত হলেও তা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত এবং এলাকাবাসী এপর্যন্ত সেখানে ঝুম চাষ করে আসছে। দীর্ঘদিন ধরে এই কাপ্তাই এলাকায় বনবিভাগের কর্মকর্তা ও বনপ্রহরীদের গুলিতে ও আক্রমণে প্রায়ই নিরীহ গ্রামবাসীকে নির্বিচারে হত্যা ও গুমের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে।

রামগড়ে সেনাবাহিনী কর্তৃক দুই যুবক গ্রেফতার

খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার পিলাভাঙ্গা গ্রাম থেকে ইউপিডিএফ সমর্থক দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে সেনাবাহিনী। গ্রেফতারকৃতরা হলেন রুপতি মোহন চাকমা (৩৫) পিতা-কালাচান চাকমা, গ্রাম-দোজরী, মানিকছড়ি ও বাবুল চাকমা (২৭) পিতা বগরা চাকমা, গ্রাম বক্রী পাড়া, মানিকছড়ি।

জানা যায়, গত ৩ ডিসেম্বর সোমবার মধ্যরাত আনুমানিক ১টার সময় সিন্দুকছড়ি জোন থেকে একদল সেনা পিলাভাঙ্গা গ্রামে অপারেশনে যায়। সেখানে গিয়ে সেনারা মন্টু চাকমার বাড়ি ঘেরাও করে। সেনারা সেখানে বেড়াতে যাওয়া উক্ত দুই যুবককে গ্রেফতার করে সিন্দুকছড়ি জোনে নিয়ে যায়। পরে তাদের হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে গুইমারা থানায় হস্তান্তর করে খাগড়াছড়ি জেলে পাঠানো হয়।

মানিকছড়িতে শহীদ মংশে মারমার ১৩তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

মানিকছড়ি প্রতিনিধি ঃ খাগড়াছড়ির মানিকছড়িতে গত ৩ ডিসেম্বর শহীদ মংশে মার্মার ১৩তম মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সকাল ৭টায় মানিকছড়ি উপজেলার মরাকইল্যা গ্রামে শহীদ মংশে মারমার স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত অস্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। ইউপিডিএফ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন যথাক্রমে অমর চাকমা, রবি কমল ত্রিপুরা ও আক্র মারমা। এছাড়া মরাকইল্যা পাড়ার যুবক-যুবতী ও মুরুব্বীরা স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। এ সময় গুজা মোজি প্রাইমারী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও অংশ নেন।

এরপর সকাল ১১টায় মরাকইল্যা বৌদ্ধ বিহারে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ সভাপতি রবি কমল ত্রিপুরার সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর মানিকছড়ি এলাকার সংগঠক অমর চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আক্র মারমা, মরাকইল্যা গ্রামের মুরুব্বী মোহন চাকমা, গুজা মোজি প্রাইমারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক চন্দ্র কেতু চাকমা ও যোয়া পাড়া গ্রামের মুরুব্বী কংক কার্বারী প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, মংশে মারমা হত্যার দীর্ঘ ১৩ বছর অতিক্রান্ত হলেও খুনীদের এখনো গ্রেফতার করা হয়নি। খুনীরা প্রশাসনের ছত্রছায়ায় প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বক্তারা অবিলম্বে মংশে মার্মার খুনীদের খুঁজে বের করে গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালের ৩ ডিসেম্বর মানিকছড়ির কালাপানি এলাকায় সাংগঠনিক কাজে গেলে জেএসএস-এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা মংশে মারমাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

পার্বত্য চুক্তি এখন ডেড লেটার: ইউপিডিএফ

পার্বত্য চুক্তিকে একটি ডেড লেটার (Dead letter) হিসেবে আখ্যায়িত করেছে ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) সভাপতি প্রসিত খীসা পার্বত্য চুক্তির দেড় দশক পূর্তি উপলক্ষে গত ৩০ নভেম্বর সংবাদ মাধ্যমকে দেয়া এক বিবৃতিতে পার্বত্য চুক্তি এখন একটি ডেড লেটারে (Dead letter) পরিণত হয়েছে উল্লেখ করে বলেন, চুক্তি সম্পর্কে ইউপিডিএফের বিশ্লেষণ আজ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, "সরকার ও জেএসএসের পার্বত্য চুক্তির বর্ষপূর্তি পালন জনগণের সাথে তামাশা ছাড়া আর কিছু নয়।"

ইউপিডিএফ নেতা সরকার ও জেএসএস (সন্তু গ্রুপ) উভয়কে জনগণের সাথে প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত করে বলেন, "একদিকে সরকারের পক্ষ থেকে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি, অন্যদিকে জেএসএসের আন্দোলনের হুমকি ছাড়া পার্বত্য জনগণ গত ১৫ বছরে কিছুই পায়নি। এ দীর্ঘ সময়ে সরকার যেমন চুক্তি বাস্তবায়ন করেনি, জেএসএসও চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন করেনি। উভয়েই নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সাধারণ জনগণের সাথে প্রতারণা করে যাচ্ছে এবং হীন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ চরিতার্থে নিযুক্ত রয়েছে। এ ঘৃণ্য অপকর্মে আরও যুক্ত হয়েছে দেশের একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি, চক্র ও রাজনীতিক।"

তিনি বলেন, "সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন না করলেও, বিগত দেড় দশক ধরে জনগণের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়েছে ও ভূমি বেদখল অব্যাহত রেখেছে। অন্যদিকে, জেএসএস সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরিবর্তে আঞ্চলিক পরিষদের গদিতে বসে জনগণের টাকা শ্রাদ্ধ করেছে ও ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে রেখে ইউপিডিএফ ও জেএসএস লারমা গ্রুপের সাধারণ কর্মী সমর্থকদের খুন করেছে। বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে দমন-পীড়ন জারি রাখতে শাসক চক্রকে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। ফলে জনগণের জীবনে শান্তির বদলে চরম অশান্তি নেমে এসেছে।" চুক্তির পর থেকে আজ পর্যন্ত ইউপিডিএফের ২৩১ জন নেতাকর্মী, সমর্থক সন্তু লারমা নেতৃত্বাধীন জেএসএস উপদলের হাতে ও অপর ১৩ জন নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন বলে তিনি জানান।

চুক্তিতে সরকারকে ব্লাংক চেক (Blank cheque) দেয়া হয়েছে মন্তব্য করে প্রসিত খীসা আরো বলেন, "চুক্তির বাস্তবায়ন এখন সরকারের মর্জি ও দয়াদাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল। ভূমি, সেটলার, সেনা প্রত্যাহার, জাতিসত্তার স্বীকৃতি, স্বায়ত্তশাসন — এসব মৌলিক ইস্যুগুলোর কোনটিই চুক্তির মাধ্যমে মীমাংসা করা হয়নি। তাই চুক্তির দেড় দশক পরেও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আসেনি।"

চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়ার জন্য তিনি সরাসরি চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষগুলোকে দায়ী করেন এবং বলেন, "ইউপিডিএফ অনেক আগেই চুক্তির দুর্বল দিকগুলো সনাক্ত করে সমালোচনা করেছিল, এখনও তাই করে। চুক্তির মৌলিক দুর্বলতা সত্ত্বেও ইউপিডিএফ বৃহত্তর স্বার্থে এই চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে সরকার ও জেএসএসকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা দেবে—এ ঘোষণাও দিয়েছে। যা চুক্তি সম্পাদনকারী সরকার ও সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন জেএসএস উভয় পক্ষ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে।"

বিবৃতিতে ইউপিডিএফ নেতা পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের জন্য প্রথাগত ভূমি অধিকার ও জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি, সেটলারদের সমতলে সম্মানজনক পুনর্বাসন ও সেনা প্রত্যাহারসহ পার্বত্য জনগণের পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

পিসিপি'র বিভিন্ন শাখায় কাউন্সিল সম্পন্ন

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)-এর সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন শাখা কাউন্সিল সম্পন্ন করা হয়েছে।

খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ শাখা

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)-এর খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ শাখার ৪র্থ কাউন্সিল গত ১৬ অক্টোবর সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কাউন্সিলে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কলেজ কমিটি গঠন করা হয়।

কাউন্সিল উপলক্ষ্যে সকাল সাড়ে ১১টায় খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ মাঠে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। "রামু-রাঙামাটিতে উগ্রসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর হামলার প্রতিবাদে সোচ্চার হোন, জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ছাত্র সমাজ জেগে উঠুন"-এই স্লোগানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বিপুল চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ) নেতা মিঠুন চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক রেমিন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক শিমন চাকমা। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ধনীময় ত্রিপুরা ও উপস্থাপনা করেন সোনায়ন চাকমা।

সমাবেশে ইউপিডিএফ নেতা মিঠুন চাকমা বলেন, সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহকে যেভাবে ধ্বংস করার জন্য সরকার যেভাবে দমন-পীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে তা থেকে উত্তরণের জন্য ছাত্র সমাজকে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন করলে জাতি তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না।

তিনি আরো বলেন, সম্প্রতি রাঙামাটি, কক্সবাজার, উখিয়া, পটিয়ায় ঘটনায় সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এটা সংখ্যালঘু জাতি ও জনগণের জন্য একটি অশনি সংকেত।

তিনি বলেন, '৭২ সালের সংবিধানে যেমনি জাতিসত্তাসমূহকে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি, তেমনি পঞ্চদশ সংশোধনীতেও জাতিসত্তাসমূহকে অস্বীকার করে সংখ্যালঘু জাতিগুলোর ওপর বাঙালী জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

সুমেন চাকমা তার বক্তব্যে বলেন, জাতিসত্তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ছাত্র সমাজের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কোন বিকল্প নেই। তিনি বাঙালী জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়ে পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাসের সময় নীরব ভূমিকা পালনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন এমপির কড়া সমালোচনা করেন।

তিনি শিক্ষা সংক্রান্ত ৫ দফা দাবিতে আন্দোলন জোরদার করার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

কণিকা দেওয়ান বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পুরুষের পাশাপাশি নারী সমাজকেও অংশগ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ছাত্রীদের আরো বেশি সোচ্চার হতে হবে।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সহ সাধারণ সম্পাদক রেমিন চাকমা বলেন, সমাজকে পরিবর্তন করার জন্য ছাত্র সমাজে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। আগামী দিনের সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ে ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

সমাবেশ শেষে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কলেজ কমিটি ঘোষণা করা হয়। উপস্থিত সকলে মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে দিয়ে ঘোষিত কমিটিকে স্বাগত জানান। কমিটিতে সুভাষ চাকমাকে সভাপতি, ধনীময় ত্রিপুরাকে সাধারণ সম্পাদক ও থুইসিং মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমা নতুন কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান। এরপর সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মাটিরাঙ্গা কলেজ শাখা

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)-এর মাটিরাঙ্গা কলেজ শাখার ২য় কাউন্সিল গত ১৮ নভেম্বর রবিবার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কাউন্সিলে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে প্রবীর ত্রিপুরাকে সভাপতি, শ্যামল বিকাশ ত্রিপুরাকে সাধারণ সম্পাদক ও থুইচিংপ্রু মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

কাউন্সিল উপলক্ষ্যে দুপুর ১২টায় মাটিরাঙ্গা কলেজের হলরুমে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবীর ত্রিপুরার সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আপ্রুসি মারমা, খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বিপুল চাকমা, খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ ত্রিপুরা প্রমুখ। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন চাইথোয়াই মারমা ও উপস্থাপনা করেন শ্যামল বিকাশ ত্রিপুরা।

দিঘীনালা কলেজ শাখা

গত ১৮ অক্টোবর পিসিপি'র দিঘীনালা কলেজ শাখার ৩য় কাউন্সিল সম্পন্ন হয়েছে। কাউন্সিলে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

কাউন্সিল উপলক্ষ্যে সকাল ১০টায় দিঘীনালা কলেজ মাঠে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দিঘীনালা কলেজ শাখার সভাপতি অংকন চাকমার সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ) নেতা দেবদত্ত ত্রিপুরা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রদেব চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক রেমিন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক শিখা চাকমা, দিঘীনালা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সুদিপ্ত চাকমা, দিঘীনালা ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক জেমি চাকমা ও ২নং বোয়ালখালী ইউপি চেয়ারম্যান চয়ন বিকাশ চাকমা। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা কলেজ শাখার দপ্তর সম্পাদক নিউটন চাকমা সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। সমাবেশ শুরুর আগে দলীয় ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে দলীয় ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

বক্তারা আগামী দিনের লড়াই সংগ্রামে ছাত্র সমাজকে প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে উল্লেখ করে বলেন, ছাত্ররাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যত। জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম বেগবান করতে ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।

সমাবেশ শেষে বিজয় চাকমাকে সভাপতি, রূপেশ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং উইন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কলেজ কমিটি ঘোষণা করা হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রদেব চাকমা নতুন কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান। শপথ গ্রহণ শেষে জ্ঞান কীর্তি চাকমার পরিচালনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর নতুন কমিটির উদ্যোগে এক র‍্যালীর আয়োজন করা হয়।

পিসিপি'র গোমতি ইউনিয়ন কমিটি গঠিত

গত ১৬ নভেম্বর বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)-এর মাটিরাঙ্গা উপজেলার গোমতি ইউনিয়ন শাখা কমিটি গঠিত হয়েছে। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে প্রফুল ত্রিপুরাকে সভাপতি, যুব রাজ ত্রিপুরাকে সাধারণ সম্পাদক ও অমাই ত্রিপুরাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে সকাল সাড়ে ১১টায় ঠাকরমনি কার্বারী পাড়ায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রফুল ত্রিপুরার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ সভাপতি হরি কমল ত্রিপুরা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার আহ্বায়ক পঞ্চসেন ত্রিপুরা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক প্রবীর ত্রিপুরা, সদস্য চাইথোয়াই মারমা, গুইমারা থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক চিত্রজ্যোতি চাকমা এবং ঠাকর মনি কার্বারী পাড়ার পাড়া প্রধান কুংসা কার্বারী। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার সদস্য রিমেল ত্রিপুরা সভা পরিচালনা করেন।

সভায় বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকারহারা পাহাড়ি জনগণের ন্যায্য দাবি "পূর্ণস্বায়ত্তশাসন" প্রতিষ্ঠার লড়াই জোরদার করার লক্ষ্যে ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

নান্যাচর গণহত্যার ১৯তম বার্ষিকী

শেষ পাতার পর

অনিল চাকমার সভাপতিত্বে শোক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রদেব চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি নিরূপা চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি রিপন চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নান্যাচর উপজেলা শাখার সভাপতি প্রিয় লাল চাকমা, ১নং সাবেক্ষ্যং ইউপি চেয়ারম্যান সুশীল জীবন চাকমা, নান্যাচর ইউপি চেয়ারম্যান বিনয় কৃষ্ণ খীসা ও স্থানীয় মুরুব্বী নৃপেন চাকমা প্রমুখ। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মার্জিন চাকমা ও উপস্থাপনা করেন রিপন আলো চাকমা।

বক্তারা বলেন, ১৯৯৩ সালের ১৭ নভেম্বর নান্যাচর বাজারে আসা পাহাড়িদের ওপর সেনাবাহিনী ও সেটলাররা যৌথ হামলা চালিয়ে ৩৭ জনের অধিক নিরীহ পাহাড়িকে নির্মমভাবে হত্যা ও অসংখ্য পাহাড়িকে আহত করেছিল। এই বর্বর হত্যাযজ্ঞের ১৯ বছর অতিক্রান্ত হলেও আজ পর্যন্ত এর কোন বিচার হয়নি। দোষী ব্যক্তিদেরও আইনের আওতায় আনা হয়নি।

বক্তারা আরো বলেন, নান্যাচর গণহত্যাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে ডজনের অধিক গণহত্যা সংঘটিত করা হয়েছে। সরকার তথা শাসকগোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে এসব হত্যাকাণ্ড চালিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পাহাড়িদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। শাসকগোষ্ঠীর এ চক্রান্ত আজো শেষ হয়নি। গত ২২-২৩ সেপ্টেম্বর রাঙামাটি শহরে পাহাড়িদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা তাই প্রমাণ করে।

বক্তারা অবিলম্বে নান্যাচর হত্যাযজ্ঞ সহ পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা এবং পাহাড়িদের ওপর সাম্প্রদায়িক হামলা বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।

ইউপিডিএফের সুভলং অফিস দখলের চেষ্টা, গুলিসহ সন্ত্র গ্রুপের তিন সদস্য আটক

রাঙামাটি প্রতিনিধি। জেএসএস সন্ত্র গ্রুপ আবারও ইউপিডিএফের সুভলং অফিস দখলের চেষ্টা চালিয়েছে। গত ২২ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে জেএসএস সন্ত্র গ্রুপের একদল সদস্য মিদিঙাছড়ি ও রাঙামাটি থেকে সুভলং বাজারে যায়। তবে তারা ইউপিডিএফের অফিস দখল করবে জানতে পেরে স্থানীয় লোকজন তাদের তাড়িয়ে দেয়। সন্ত্র গ্রুপের সহসভাপতি ঊষাতন তালুকদারের সেখানে মিটিং করার কথা ছিল বলে জানা যায়।

এই ঘটনার পর সন্ত্র গ্রুপের আরো একদল সদস্য সুভলঙে গিয়ে দুপুর বারটা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত ইউপিডিএফের অফিস ঘেরাও করে রাখে। সংঘর্ষের আশঙ্কায় পরে স্থানীয় সেনা ক্যাম্পের সদস্যরা তাদের তাড়িয়ে দেয়। এরপরও রাত সাড়ে এগারটার দিকে মিদিঙাছড়ি থেকে নৌকা যোগে সন্ত্র গ্রুপের ৮ জন লোক সুভলঙে গিয়ে অবস্থান নেয়। তবে স্থানীয় জনগণের প্রতিরোধের মুখে তারা পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়।

এ ঘটনার পরদিন সকালে স্থানীয় সেনা ক্যাম্পের সদস্যরা সন্ত্র গ্রুপের চাঁদা উত্তোলনে সহায়তাকারী সুখী ও শাহাবুদ্দীনকে আটক করে। তাদের কাছ থেকে নগদ ২৯ হাজার টাকা ও সন্ত্র গ্রুপের চাঁদা আদায়ের রশিদ বই পাওয়া গেছে বলে স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে। সেনারা সুখীকে ছেড়ে দিলেও শাহাবুদ্দীনকে গ্রেফতার করেছে। এই দুজন সন্ত্র গ্রুপের পক্ষ হয়ে সুভলঙে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করতো বলে এলাকার লোকজনের অভিযোগ।

অপর এক ঘটনায় একই দিন পাকিস্তান টিলা বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরা বরকলের দেওয়ানচর থেকে সন্ত্র গ্রুপের তিন সশস্ত্র সদস্যকে আটক করেছে। আটককৃতরা হলো অংশের (পিতার নাম অমর চান চাকমা), তুফান (বয়স ২৫, পিতার নাম যুদ্ধমনি, গ্রাম ছোট হরিণা) ও সজল। বিজিবি সদস্যরা তাদের কাছ থেকে ৪০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে বলে জানা গেছে। তবে তারা বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে তাদের অস্ত্রগুলো পানিতে ফেলে দেয়।

সুবলঙে সন্ত্র গ্রুপ কর্তৃক এক নিরীহ গ্রামবাসী অপহৃত

রাঙামাটি জেলার বরকল উপজেলাধীন সুবলঙ ইউনিয়নের পানছড়ি মোন-অ আদাম থেকে কলিন্দ্র চাকমা (৩৮) নামে এক নিরীহ গ্রামবাসী সন্ত্র গ্রুপের সশস্ত্র সদস্য কর্তৃক অপহৃত হয়েছেন। তার পিতার নাম হরিকমল চাকমা। গত ২৮ নভেম্বর, বুধবার দুপুর বারটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

সূত্র জানায়, জনসংহতি সমিতির সন্ত্র লারমা গ্রুপের কমান্ডার জনীর নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী মোন-অ আদাম গ্রামে হানা দেয়। এ সময় সন্ত্রাসীরা কলিন্দ্র চাকমাকে নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করে। এ সময় তিনি দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) রাঙামাটি জেলা ইউনিটের সংগঠক সচল চাকমা এক বিবৃতিতে উক্ত নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

সন্ত্র লারমাকে সরকারের দালাল আখ্যায়িত করে ইউপিডিএফ নেতা বলেন, সন্ত্র গ্রুপ চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন না করে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে রেখেছে ও ইউপিডিএফ-এর কর্মী, সমর্থক ও এমনকি নিরীহ মানুষকে খুন, জখম ও অপহরণ করছে।

তিনি জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সন্ত্র গ্রুপের গণবিরোধী কার্যক্রম প্রতিহত করার জন্য পার্বত্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

মাদক একটি সামাজিক ব্যাধি, এই ব্যাধি থেকে সমাজ এবং নিজেকে মুক্ত রাখুন

পানছড়ি কলেজে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কমিটি গঠিত

খাগড়াছড়ির পানছড়ি ডিগ্রী কলেজে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে পাপড়ি চাকমাকে সভাপতি, চন্দ্রিকা চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও পুষ্পিতা চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

গত ১০ অক্টোবর বুধবার সকাল সাড়ে ১০টায় পানছড়ি ডিগ্রী কলেজ হলরুমে কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি অপরাজিতা খীসা এতে সভাপতিত্ব করেন। অন্যান্যের মধ্যে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা সংগঠক রিকো চাকমা ও পানছড়ি উপজেলা সংগঠক স্বপন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির সভাপতি মাল্রী চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি বরুণ চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি বিবর্তন চাকমা প্রমুখ।

সভায় বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নারী সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী ধর্ষণ, নির্যাতনের ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সকল ধরনের নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে আরো বেশি সোচ্চার হওয়ার জন্য বক্তারা নারী সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ১৫ সদস্যের প্রতিনিধিদলের রামুর ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শিমন চাকমার নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের একটি টিম গত ২৩ অক্টোবর কক্সবাজারের রামুর ক্ষতিগ্রস্ত বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকা ও বৌদ্ধ মন্দির পরিদর্শন করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসী ও ধর্মীয় গুরুদের সাথে কথা বলে তারা গত ২৯-৩০ সেপ্টেম্বর বৌদ্ধ ধর্মীয় বসতি ও মন্দিরে হামলা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন। এছাড়া নেতৃবৃন্দ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসীর সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করেন ও মতবিনিময় সভার মাধ্যমে হামলার তীব্র নিন্দা ও ঘৃণা জানান।

১৫ সদস্যের সফর টিম ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ ও ধর্মীয় গুরুদের সাথে আলাপ করে এটা নিশ্চিত হয়েছে যে, পরিকল্পিতভাবে উক্ত হামলা সংঘটিত করা হয়েছে এবং হামলার সময় প্রশাসন নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

পরিদর্শনের পর টিমের সদস্যবৃন্দের মনে এই ধারণা হয়েছে যে, হামলায় জড়িত দোষীর জাল এখনো আটক না হওয়ায় ও এলাকায় প্রকাশ্যে ঘোরাফিরা করার কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে এখনো আতঙ্ক বিরাজ করছে।

নেতৃবৃন্দ হামলায় জড়িত দোষীদের আটক করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, ক্ষতিগ্রস্তদের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, ধ্বংস হওয়া বিহার নির্মাণ ও ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছেন।

তামাক চাষ পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই তামাক চাষ বন্ধ করে শাক-সবজি'র উৎপাদন বাড়ান

চবিতে পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর বৈঠক অনুষ্ঠিত

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)-এর দু'দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর বৈঠক গত ১৯ অক্টোবর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমার সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইকা চিং মারমা পরিচালনায় কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যগণ নিজ নিজ বিভাগের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বৈঠক শেষে ২২ সেপ্টেম্বর রাঙামাটি হামলার তদন্ত রিপোর্ট প্রত্যাখ্যানসহ কয়েকটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

বৈঠকে পিসিপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির আয়োজিত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ ঢাকায় শিক্ষা দিবসে অংশগ্রহণকারী কুমেন্দু চাকমাকে জেএসএস(সন্তু গ্রুপ) কর্তৃক অপহরণ-মুক্তিপণ আদায়ের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক নিন্দা প্রস্তাব পাস করা হয়। জেএসএস (সন্তু গ্রুপ)-এর জাতীয় স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের জন্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা জানানো হয় এবং ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে তার উদ্দেশ্যে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করা হয়।

বৈঠকে ২২ সেপ্টেম্বর রাঙামাটিতে সহিংস হামলার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি তদন্ত রিপোর্টের সমালোচনা ও তা প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং সুপরিকল্পিত হামলাকে গুজবের ভিত্তিতে সংঘটিত বলে চালিয়ে দেয়ার সরকারি প্রচেষ্টা পাহাড়ি জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয় বলে সম্পাদক মন্ডলীর বৈঠক থেকে জানিয়ে দেয়া হয়।

বৈঠক থেকে রাঙামাটি সহিংস ঘটনায় জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব না করে সরকারের মুখপাত্র হয়ে দালালি-গণবিরোধী ভূমিকা পালনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন এমপি ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানকে নিন্দা জানানো হয়।

সম্পাদক মন্ডলীর বৈঠক থেকে রাঙামাটি সহিংস ঘটনায় ইউপিডিএফ'কে জড়িয়ে ন্যাক্কারজনক বিবৃতি প্রদানের জন্য পঙ্কজ ভট্টাচার্য'কে কঠোর সমালোচনা করা হয় এবং তাকে পাহাড়ি জনগণের মিত্র বেশধারী দুশমন হিসেবে আখ্যায়িত করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র সমাজ তথা জনগণকে পঙ্কজ ভট্টাচার্য হতে সতর্ক থাকার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

এছাড়া সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি, কর্মীদের রাজনৈতিক মান উন্নীত করণসহ অনেক বিষয়ে সম্পাদক মন্ডলীর বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে সংগঠনের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

চট্টগ্রামে কারামুক্ত গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের চারজন কর্মীকে সংবর্ধনা

চট্টগ্রামে কারামুক্ত গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের চার কর্মীকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। গত ১৫ অক্টোবর বিকালে জামাল খানস্থ অফিসে এ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। তাদেরকে গত ১১ সেপ্টেম্বর পুলিশ 'চাঁদাবাজি মামলা' প্রদান করে বন্দর এলাকার ব্যারিষ্টার কলেজ থেকে আটক করে। দীর্ঘ একমাস কারাভোগের পর গত ১১ অক্টোবর চট্টগ্রামের সিএমএম কোর্ট তাদের জামিন মঞ্জুর করলে তারা মুক্তি লাভ করেন। জেএসএস সন্তু লারমার লোকজন তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে পুলিশে ধরিয়ে দেয়। কারামুক্ত চারজন হলেন- সুবল চাকমা, বিপ্লব চাকমা, সুভাষ চাকমা ও জসিম চাকমা।

সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি জিকো মারমা। সভায় বক্তব্য রাখেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি এডভোকেট সুলন চৌধুরী, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি সুমেন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক টিনা দেওয়ান। সভা পরিচালনা করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম চট্টগ্রাম বন্দর থানা শাখার প্রচার সম্পাদক সুজন চাকমা।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, নির্যাতিত নিপীড়িত জাতিসত্তার মুক্তির জন্য যারা লড়াই করে সংগঠন তাদেরকেই সম্মান-সংবর্ধনা প্রদান করে। যারা সংগ্রামী তাদের জেল-জুলুম-হুলিয়া-অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করতে হবে এটাই অবধারিত। কিন্তু জেল-জুলুমের ভয়ে জাতির অধিকারের লড়াইকে আমরা ছেড়ে দিতে পারিনা সকল ভয়ভীতি উপেক্ষা করে যখনই যুব সমাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগ্রামে সামিল হবে তখনই লড়াইয়ে বিজয় অর্জন সম্ভব বলে বক্তাগণ মত ব্যক্ত করেন।

ঢাকায় জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

২২ সেপ্টেম্বর রাঙামাটি শহরে পাহাড়ি জাতিসত্তার অফিস-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পূর্বপরিকল্পিত হামলা এবং ২৯-৩০ সেপ্টেম্বর কক্সবাজারে রামু ও উখিয়া, চট্টগ্রামের পটিয়ায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ঘর-বাড়ি মন্দিরে হামলা, বৌদ্ধমূর্তি ভাঙচুর ঘটনার প্রতিবাদে গত ২০ অক্টোবর সকাল ১১টায় পুরানা পল্টনস্থ শহীদ মুনীর-আজাদ সেমিনার কক্ষে জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভার শুরুতে সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন এস.সি. আলবার্ট সরেন। রামু ও উখিয়া সরেজমিন তদন্ত করে আসা এ্যাডভোকেট আমীর আব্বাস ও মিঠুন চাকমা মৌখিকভাবে তদন্ত রিপোর্ট উপস্থাপন করেন।

মত বিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল সভাপতি বদরুদ্দীন উমর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক ও ড. আকমল হোসেন, জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সভাপতি ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) জাহাঙ্গীর হোসেন, দৈনিক সমকালের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আবু সাঈদ খান, মানবাধিকার কর্মী এ্যাডভোকেট আমিনুর রহমান খান ও মানবাধিকার কর্মী (কলকাতা) কিরীটি রায়, টেকনাফ থেকে আগত ক্ষতিগ্রস্ত রাজীব বড়ুয়া, সাংস্কৃতিক সংগঠক হাসান ফকরি, সাঙ্গাত স্টুডেন্ট এ্যাসোসিয়েশন সম্পাদক পিটার এল টুডু, হিল উইমেন্স ফেডারেশন নেত্রী নিরূপা চাকমা, উর্দুভাষী সংগঠক এরশাদ আলম নয়ন, বাংলাদেশ লেখক শিবির সাধারণ সম্পাদক হাসিবুর রহমান, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম সম্পাদক মাইকেল চাকমা, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ সভাপতি সুমেন চাকমা, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন নেতা মিনহাজ আহমেদ ও জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল সম্পাদক ফয়জুল হাকিম।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার পরিবর্তে 'খাগড়াছড়ি জেলা' লিখতে নির্দেশনা জারি, পরে প্রত্যাহার

'খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা' বাদ দিয়ে শুধু 'খাগড়াছড়ি জেলা' লেখার নির্দেশনা দিয়ে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মো. মাসুদ করিমের জারি করা গোপন সার্কুলারটি ২০ নভেম্বর মঙ্গলবার প্রত্যাহার করা হয়েছে। এর আগে গত ১ নভেম্বর খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের গোপনীয় শাখা থেকে সরকারী বিভিন্ন দফতরে ইস্যুকৃত গোপন সার্কুলারের (যার স্মারক নং-০৫.০২২.৪৬০০.০০.০০.০১১.১২-৩৯) মাধ্যমে এ নির্দেশ প্রদান করা হয়।

উক্ত সার্কুলারে "বিষয়: জেলার নাম শুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধকরণ প্রসঙ্গে" উল্লেখ করে বলা হয়, উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রজ্ঞাপন নং এমইআর/জেএ১১/৭৯/৮৩-৩৪৮, তারিখ ১৩ অক্টোবর ১৯৮৩ খ্রিঃ মোতাবেক 'খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা' এর পরিবর্তে সরকারী সবক্ষেত্রে 'খাগড়াছড়ি' ব্যবহার/লেখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। সার্কুলারে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার (গোপনীয়) অঞ্জন কুমার সরকার স্বাক্ষর করেন।

এ ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর খাগড়াছড়িবাসীর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ এ সার্কুলারটি প্রত্যাহারের দাবি জানায়। ফলে প্রশাসন এ সার্কুলারটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

খাগড়াছড়ি কলেজে বাস সার্ভিস চালুসহ বিভিন্ন দাবিতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ

খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজে বাস সার্ভিস চালু, ছাত্রাবাস নির্মাণ ও নতুন বিষয়ে অনার্স কোর্স চালুর দাবিতে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। গত ১২ নভেম্বর সকাল ১১টায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি কলেজ শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিলটি কলেজের দক্ষিণ গেট থেকে শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ারে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল শেষে সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি কলেজ শাখার সভাপতি সুভাষ চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন কলেজ শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক ক্রইজেনা মারমা ও প্রসেনজিত ত্রিপুরা।

বক্তারা বলেন, কলেজ বাস চালু না হওয়ার কারণে অনেক শিক্ষার্থী কলেজে আসা-যাওয়ার পথে নানা দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। তাছাড়া কলেজে ছাত্রাবাস না থাকায় যারা দূরবর্তী এলাকা থেকে কলেজে পড়তে আসেন তারা থাকা-খাওয়া ইত্যাদিতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বক্তারা অবিলম্বে কলেজ বাস চালু ও ছাত্রাবাস নির্মাণের দাবি জানান।

এছাড়া বক্তারা কলেজে আরো নতুন বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু এবং রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিভাগে আসন বৃদ্ধিরও দাবি করেন। এর আগে গত ১৩ অক্টোবর একই দাবিতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ খাগড়াছড়িতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে।

সন্তু লারমা সমর্থিত পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চবি শাখার অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ পিসিপি'র

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (সন্তু গ্রুপের) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাম্প্রতিক নেয়া সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে গত ১৮ নভেম্বর রবিবার বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতৃবৃন্দ একটি বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন পিসিপি (সন্তু গ্রুপ) চবি শাখার বর্ধিত সভায় নেয়া সিদ্ধান্তটি চরম অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসীবাদের বহিঃপ্রকাশ।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন পার্বত্য চুক্তির পর সন্তু লারমা তার প্রত্যেকটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার হারা ক্ষুব্ধ জনগণের একমাত্র সংগঠন ইউপিডিএফকে নির্মূলের কর্মসূচি হাতে নিয়ে মাঠে নেমেছে। পিসিপি (সন্তু গ্রুপ) এর এ ঘোষণার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে আরো সংঘাতময় করে তুলবে বলে নেতৃবৃন্দ মনে করেন।

উল্লেখ্য, গত শনিবার ১৭ নভেম্বর সন্তু লারমা সমর্থিত পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার বর্ধিত সভায় "চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্বত্য চুক্তি বিরোধীদের অবস্থান সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও আশু পদক্ষেপের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।" যার প্রতিবাদে ইউপিডিএফ সমর্থিত বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)-এর চবি শাখার নেতৃবৃন্দ এই বিবৃতি প্রদান করলেন।

লক্ষ্মীছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মল কান্তি চাকমার বাড়ি ঘেরাও, গুলি করে হত্যার হুমকি

লক্ষ্মীছড়ি প্রতিনিধি ॥ খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার হাকিছড়া গ্রামে গত ৩০ নভেম্বর মধ্য রাত আনুমানিক ১টার সময় লক্ষ্মীছড়ি সেনা জোন থেকে একদল সেনা নির্মল কান্তি চাকমা(৪৫) পিতা মৃত জামানী কুমার চাকমার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং বাড়ির চারিদিকে ঘেরাও করে। এ সময় নির্মল কান্তি চাকমা বাড়িতে ছিলেন না। সেনারা বাড়ির ভিতর ঢুকতে চাইলে বাড়িতে থাকা নির্মল কান্তি চাকমার স্ত্রী রাত্রি বেলায় বাড়ির দরজা খুলে দিতে অস্বীকার করে। সেনারা বাড়িতে ঢুকতে না পেরে ক্যাম্পে ফিরে যাবার সময় হুমকি দিয়ে যায় যে, নির্মল কান্তি চাকমাকে পাওয়া গেলে গুলি করে হত্যা করা হবে।

নির্মল কান্তি চাকমা কিছু সময় পর্যন্ত বোরকা পার্টির সহযোগী হয়ে কাজ করেছিলেন। সে সময় সেনাবাহিনীর পরিকল্পনা মাফিক অপকর্ম করতে অস্বীকার করায় গত ১৪ জুন সেনাবাহিনী তাকে গ্রেফতার করে এবং বেদম শারিরীক নির্যাতন চালায়। সেনারা তার হাতে অস্ত্র গুজে দিয়ে মিথ্যা মামলা দিয়ে খাগড়াছড়ি জেল হাজতে পাঠায়। দীর্ঘ ৫ মাস কারাভোগের পর গত ১৮ নভেম্বর তিনি খাগড়াছড়ি জেল থেকে জামিনে মুক্তি লাভ করেন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সেনারা তাকে আবারো হত্যার হুমকি দিচ্ছেন। ফলে বর্তমানে তিনি খুবই আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন।

চট্টগ্রামে সন্তু লারমার সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাস-অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে

--পিসিপি-যুব ফোরাম

পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র ও যুব সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী লড়াকু সংগঠন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি) ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম চট্টগ্রাম শাখাসমূহের নেতৃবৃন্দ ১৫ অক্টোবর সোমবার এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন সাম্প্রতিককালে চট্টগ্রামে জেএসএস নামধারী সন্তু লারমার সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাস-নির্যাতন-অত্যাচার সীমা অতিক্রম করছে। বিবৃতিতে তারা অতিরিক্ত সীমা লংঘন করলে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে পিসিপি ও যুব ফোরাম প্রতিরোধ গড়ে তুলবে বলে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

বিবৃতি প্রদানকারীগণ হলেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি সুকৃতি চাকমা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক শিমন চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি জিকো মারমা ও বন্দর থানা শাখার সভাপতি শিপু চাকমা।

নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে বলেন, সন্তু লারমার গোষ্ঠারা গতকাল ১৪ অক্টোবর সকালে চবিতে পিসিপির এক সাধারণ সমর্থককে নির্মমভাবে মারধোর করে। এছাড়া একই দিনে চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় ইউনিভার্সাল গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর এক শ্রমিককে সিপু-জিন-বকুল-সুমন সহ ৭/৮ জন সন্তু লারমার গোষ্ঠারা পথে আটকিয়ে বেদমভাবে প্রহার করে। গত মাসের ১৪-১৫ সেপ্টেম্বর সন্তু লারমার সন্ত্রাসীরা বন্দর এলাকায় বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে কয়েকজন যুব ফোরাম কর্মীকে উপর্যুপরী হামলা চালায়। ২০১১ সালে তারা সেলিন চাকমা নামে একজন গার্মেন্টস শ্রমিককে গুম করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের প্রাণপ্রিয় পার্টি ইউপিডিএফ বারবার বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে ঐক্যের প্রস্তাব দিলেও সন্তু লারমার এই সন্ত্রাসীরা সরাসরি সন্তু লারমার পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে এক মাসের মধ্যে তিনতিনটি জোড়া খুন সংঘটিত করেছে। চট্টগ্রামেও তারা ভাইয়ে ভাইয়ে সংঘাত ছড়িয়ে দিচ্ছে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে এই ধরণের জাতি বিধ্বংসী কাজ বন্ধ করার জন্য সন্তু লারমা ও তার গোষ্ঠাদের প্রতি আহ্বান জানান। তা না হলে পিসিপি এবং যুব ফোরাম জনগণকে সাথে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে বলে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন। নেতৃবৃন্দ চট্টগ্রামের বৃহৎ জনগণের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রাতৃঘাতী হানাহানি বন্ধে সহযোগিতা প্রদানের আহ্বান জানান।

বকুল চাকমাসহ ইউপিডিএফের ৬ নেতা জামিনে মুক্ত

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ) চট্টগ্রাম মহানগর ইউনিটের সংগঠক বকুল চাকমাসহ ইউপিডিএফ-ভুক্ত গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের ৬ নেতা জামিন লাভের পর গত ৩০ নভেম্বর, শুক্রবার জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। মুক্তিপ্রাপ্ত অন্যান্যরা হলেন যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসাধারণ সম্পাদক সুদীপ চাকমা, বন্দর থানা শাখার সভাপতি বিজয় চাকমা, সদস্য সুমন চাকমা, অতীশ চাকমা ও পিসিপি সদস্য জোনাথন চাকমা।

গত ২৮ নভেম্বর বুধবার চট্টগ্রামের বিজ্ঞ জজ আদালত তাদের সবার জামিন আবেদন মঞ্জুর করলে ৩০ নভেম্বর শুক্রবার সকালে তারা জেল থেকে ছাড়া পান।

উল্লেখ্য, গত বছর ১৪ অক্টোবর সুদীপ চাকমা ছাড়া বাকি পাঁচ জনকে গ্রেফতার করে ইতিপূর্বে পটিয়ায় রহস্যজনকভাবে নিহত জেএসএস সন্তু গ্রুপের সদস্য শুভ্র চাকমা হত্যা মামলায় তাদেরকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে জড়ানো হয়। তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা নম্বর হলো ১৭/১০/২০১১, ধারা ৩০২, ২০১ (৩৪) দ:বি:। গত ১৬ ফেব্রুয়ারী আদালত তাদের জামিন আবেদন মঞ্জুর করলেও, ১৭ সেপ্টেম্বর পটিয়ায় হাজিরা দিতে গেলে তাদের পাঁচ জনকে পুনরায় আটক করা হয়।

অপরদিকে ডিওয়াইএফ নেতা সুদীপ চাকমা গত ১১ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর থানায় সহকর্মীদের ছাড়িয়ে আনতে গেলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে চক্রান্তমূলকভাবে উক্ত শুভ্র চাকমা হত্যা মামলায় জড়িয়ে দেয়। ইতিপূর্বে তাকে গত ১৬ জুলাই ২০১১ চট্টগ্রাম মহানগরের বটতলী রেল স্টেশন থেকে পোস্টার লাগানোর সময় ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছিল। অবশ্য এর কয়েক দিন পর ১৯ জুলাই আদালতের নির্দেশে তাকে জেল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি নতুন কুমার চাকমা তাদের জামিনে মুক্তিলাভকে স্বাগত জানিয়ে অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি করেছেন।

রামু ও রাঙামাটি হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ

কক্সবাজারের রামু-টেকনাফ-উখিয়া, চট্টগ্রামের পটিয়া ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটিতে জাতিগত ও ধর্মীয় বিদ্বেষপ্রসূত হামলা-অগ্নিসংযোগ-লুটপাটের প্রতিবাদে গত ১২ অক্টোবর শুক্রবার চট্টগ্রামে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। চট্টগ্রামের দোস্তবিল্ডিং চত্বর থেকে বিকালে মিছিলটি শুরু হয়ে কোতোয়ালী হয়ে টিসি হিল ঘুরে জামালখান প্রেসক্লাবে এসে মিছিলটি শেষ হয়। মিছিলের পর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সুমেন চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শিমন চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী এচিং মারমা। সংহতি জানিয়ে আরো বক্তব্য রাখেন ছিবছু সংঘের সভাপিত অভি বড়ুয়া ও সাধারণ সম্পাদক কনক বড়ুয়া। এছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা বিভাগের শিক্ষক ড. জীনবোধি ভিক্ষুও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংখ্যালঘু জাতিসূহের স্ব-স্ব কোটা ব্যবস্থার পিসিপি'র বিক্ষোভ

বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংখ্যালঘু জাতিসূহের স্ব-স্ব কোটা ব্যবস্থার দাবীতে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ গত ১২ নভেম্বর চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

পিসিপি'র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে বিকাল ৫টার সময় চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সুমেন চাকমা, চট্টগ্রাম মহানগর শাখা আহ্বায়ক সুকৃতি চাকমা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্য পলাশ চাকমা। সমাবেশ পরিচালনা করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক শিমন চাকমা।

সমাবেশে কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমা বলেন, প্রতি বছর প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের স্ব-স্ব কোটা অনুযায়ী বন্টন করা হয়না। ফলে যারা প্রান্তিক সংখ্যায় খুব নগন্য তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার সুযোগ থাকেনা।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্য পলাশ চাকমা বলেন, সরকার সংখ্যালঘু জাতিসমূহের জন্য ৫% কোটা দেয়া হয়। বাস্তবে সে কোটা ব্যবস্থা সংখ্যালঘু জাতিসমূহের স্ব-স্ব কোটার বন্টন না করে যারা সংখ্যালঘু জাতি নয়, তাদের বেআইনীভাবে বন্টন করা হয়ে থাকে।

চট্টগ্রাম মহানগর শাখার আহ্বায়ক সুকৃতি চাকমা বলেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় প্রভাব খাটিয়ে কোটা ব্যবস্থার অনিয়ম করে থাকে। এর ফলে প্রান্তিক জাতিসমূহ বিশ্ববিদ্যালয় পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

বক্তারা অবিলম্বে বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের স্ব-স্ব কোটা নিরপেক্ষভাবে বন্টন করা, পার্বত্য কোটা বাতিল করে পাহাড়ি কোটা চালু করা এবং কোটা ব্যবস্থার দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধ করার দাবি জানান।

একই দাবিতে রাঙামাটির কলুকছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ রাঙামাটি জেলা শাখা। দুপুর ১টায় রাঙামাটির কুতুকছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)। রাঙামাটি জেলা শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিলটি কুতুকছড়ির বড় মহাপুরম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারের সামনে থেকে শুরু হয়ে কুতুকছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করে আবার বিদ্যালয়ে প্রবেশদ্বারের সামনে এসে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক বাবলু চাকমা ও নানিয়াচর থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক অনিল চাকমা বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া গত ১৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় একই দাবিতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ খাগড়াছড়ি জেলা শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিছিলটি খাগড়াছড়ি সদরের মহাজন পাড়ার সূর্যশিখা ক্লাবের সামনে থেকে শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে স্বনির্ভরে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল পরবর্তী সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ সভাপতি হরিকমল ত্রিপুরার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আপ্রুসি মারমা, খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক ক্রইজেনা মারমা ও খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ ত্রিপুরা।

খাগড়াছড়িতে পিসিপি পরিচালিত

শেষ পাতার পর

গোষ্ঠীর হামলা ও অগ্নিসংযোগে ক্ষতিগ্রস্ত বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকা পরিদর্শন করেন।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রুবেল চাকমা। রামু-উখিয়া সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে মূল বক্তব্য লিখিতভাবে পাঠ করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্য পলাশ চাকমা। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট-এর সংগঠক মিঠুন চাকমা, রিকো চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি সোনালী চাকমা।

সভায় আলোচকগণ বলেন, কক্সবাজারের রামু-উখিয়া ও চট্টগ্রামের পটিয়ায় সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলা ছিলো পরিকল্পিত এবং এই হামলার পেছনে স্থানীয় আওয়ামীলীগ-বিএনপি-জামাত সহ সকল দলেরই অংশগ্রহণ ছিলো।

বক্তারা আরো বলেন, রামুর মতো হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামে অহরহ ঘটছে। গত ২২ সেপ্টেম্বর রাঙামাটিতে যে হামলা হয়েছে তাও ছিলো ভয়াবহ। এতে ৬০ জনের অধিক হামলার শিকার হয়েছিলেন। কোটি কোটি টাকার সম্পদহানি ঘটেছে।

তারা বলেন, গত ২০১১ সালের ৩০ জুন তড়িঘড়ি করে সংবিধান সংশোধন করে বাংলাদেশকে জাতিগতভাবে 'বাঙালী জাতির' দেশ হিসেবে ঘোষণা করা এবং ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণার কারণে উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এই ধরণের হামলা-অগ্নিসংযোগের আস্কারা এবং সুযোগ পাচ্ছে। সংবিধান সংশোধন করে বাংলাদেশকে বহুজাতি ও ভাষার দেশ হিসেবে ঘোষণা না করা পর্যন্ত এই হামলা আগামীতে আরো বেড়ে যাবে বক্তারা আশংকা প্রকাশ করেন।

এই ধরণের সাম্প্রদায়িক হামলার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ ও জোরদার রাজনৈতিক সংগ্রাম সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন বলে বক্তারা আলোচনা সভায় মত প্রকাশ করেন।

খাগড়াছড়িতে অশুভ শক্তি

শেষ পাতার পর

এবং ২৯-৩০ সেপ্টেম্বর রামু, পটিয়াসহ বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকায় উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী হামলা চালিয়েছে, বৌদ্ধ বিহার ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে তছনছ করে দিয়েছে।

বক্তারা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের উচ্ছেদের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় ইন্ধনে ভূমি বেদখল, নারী নির্যাতন, ধর্ষণের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। সরকার তথা শাসকগোষ্ঠি পরিকল্পিতভাবে এসবের ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছে। সকল প্রকার দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে গর্জে উঠার জন্য বক্তারা ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ সারাদেশে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের উপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও উগ্রসাম্প্রদায়িক হামলা বন্ধের দাবি জানান।

উল্লেখ্য, বিগত ১৯৯৩ সালের ৩০ অক্টোবর খাগড়াছড়িতে তিনি অফিসে শান্তিপূর্ণ অবস্থান ধর্মঘট পালনের লক্ষ্যে খেজুর বাগান মাঠ হতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের শান্তিপূর্ণ মিছিল শুরু হলে নাজা পুলিশ বিনা উস্কানিতে হামলা চালায়। মারমুখী পুলিশকে থামাতে গেলে সর্বপ্রথম তৎকালীন পিসিপি সভাপতি প্রসিত খীসা এডিশনাল এসপি'র হাতে আক্রমণের শিকার হন। তার পর পরই পুলিশ নিরস্ত্র শত শত পিসিপি ও এইচডব্লিউএফ কর্মীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জে একজনের হাত ভেঙে যায়। গুরুতরভাবে জখম হন ৩০ জনের অধিক হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কর্মী। আহত হয় ২০ জনের অধিক স্কুল-কলেজের ছাত্র। এদিন পুলিশ ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে ৩৮ রাউন্ড টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে এবং ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে। এ ঘটনার পর থেকে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ৩০ অক্টোবর দিনটিকে 'অশুভ শক্তি প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে।

মাটিরাঙ্গার তবলছড়িতে পাহাড়ি গ্রামে সেটলার হামলা

মাটিরাঙ্গা প্রতিনিধি ॥ গত ১৫ অক্টোবর রাতে খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন তবলছড়ি এলাকার বড়নাল ইউনিয়নের রাজধর কার্বারী পাড়ায় এক সেটলার হামলায় পাহাড়িদের বাড়িঘর, শিবমন্দির ভাংচুর ও লুটপাট চালানো হয়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় ত্রিপুরা সম্প্রদায় শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসব বর্জন করেছে।

জানা যায়, গতকাল ১৫ অক্টোবর সোমবার রাত আনুমানিক ৯টার সময় তাক বাগান ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার সেটলাররা জড়ো হয়ে চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ তুলে রাজধর কার্বারী পাড়ায় পাহাড়িদের বাড়িঘরে হামলা ও ভাংচুর চালায়। এ সময় তারা পাহাড়িদের ৬টি বাড়ি ও ১টি শিব মন্দির ভাংচুর ও জিনিসপত্র লুটপাট করে।

যাদের বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়েছে:

হামলাকারী সেটলাররা শশি ত্রিপুরা ওরফে মিস্ত্রির কাছ থেকে আনুমানিক ৫০ হাজার টাকা ও ২০ কেজি চাউল লুট এবং বাড়ির দরজা-জানালা ভাংচুর, সাধু কুমার ত্রিপুরার কাছ থেকে ১৫ হাজার টাকা লুট করে ও বাড়ি ভাংচুর, মকরাই ত্রিপুরার কাছ থেকে ২০০০ টাকা লুট এবং বাড়ি ও আসবাবপত্র ভাংচুর করা হয়। এছাড়া সেটলাররা কাঞ্চনা ত্রিপুরার কাছ থেকে একটি মাল্টিমিডিয়া মোবাইল ফোন কেড়ে নেয় এবং তার বসতবাড়ি ও আসবাবপত্র ভেঙে দেয়; শানবিধী ত্রিপুরার কাছ থেকে একটি মোবাইল সেট কেড়ে নেয় এবং ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র ভাংচুর করে।

হামলাকারীরা মহেন্দ্র ত্রিপুরার স্ত্রী বিধাতা ত্রিপুরাকে (৬০) লাঠি দিয়ে বেদম মারধর করে আহত করে।

রাজধর কার্বারী পাড়ায় মোট ২৮ পরিবার পাহাড়ির বসবাস। উপরোক্ত ব্যক্তিদের বাড়ি ভাংচুর ছাড়াও সেটলাররা গ্রাম প্রধান (কার্বারী) খনিন্দ্র কুমার ত্রিপুরার বাড়িসহ প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এ সময় সেটলারদের হামলার ভয়ে পাহাড়িরা জঙ্গলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এছাড়া সেটলাররা পাহাড়ি অধ্যুষিত নতুনগ্রামেও হামলার চেষ্টা চালায়। তবে সেখানে পাহাড়িরা ২য় পাতায় দেখুন

দিঘীনালায় সেনাবাহিনী কর্তৃক বাড়ি তল্লাশি

জাতীয় ডাক রিপোর্ট॥ খাগড়াছড়ির দিঘীনালার উপজেলার বাবুছড়ায় সেনা সদস্য কর্তৃক দু'টি বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। গত ১৭ নভেম্বর শনিবার বিকালে এ তল্লাশির ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, দিঘীনালা সেনা জোন থেকে লেঃ কর্নেল ও আত্তাউরের নেতৃত্বে ৩ পিকআপ সেনা জওয়ান বাবুছড়া দোহাবাজারের অতিকায় কার্বারী পাড়ায় যায়। সেনারা মৃত সুভাষ বসু চাকমার দুই ছেলে সাধন মনি চাকমা (৩৭) ও লক্ষীমনি চাকমার (৩৩) বাড়িতে গিয়ে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালায়। এ সময় সেনারা 'সকালে ইউপিডিএফের লোকজন এসেছে কিনা, কোথায় মিটিং হচ্ছে' ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে। সেনারা বাড়িতে তল্লাশি ছাড়াও সেকিশাল, টয়লেট পর্যন্ত তল্লাশি চালায়। পরে অবৈধ কোন কিছু না পেয়ে সেনারা ক্যাম্পে ফিরে যায়।

খাগড়াছড়িতে অশুভ শক্তি প্রতিরোধ দিবস পালিত

'পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে জাতিসত্তাসমূহের উপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও উগ্রসাম্প্রদায়িক হামলা বন্ধ কর'-এই দাবিতে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)-এর উদ্যোগে গত ৩০ অক্টোবর মঙ্গলবার খাগড়াছড়িতে 'অশুভ শক্তি প্রতিরোধ দিবস' পালিত হয়েছে।

এ উপলক্ষ্যে সকাল সাড়ে ১১টায় খাগড়াছড়ি শহরের স্বনির্ভর বাজার থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি উপজেলা পরিষদ এলাকা হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে আবার স্বনির্ভর বাজারে এসে শেষ হয়। মিছিল শেষে সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি উমেশ চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক রেমিন চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রদেব চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি মন্ত্রী চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক শিমন চাকমা। রজেন্দু চাকমা সমাবেশ পরিচালনা করেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের উপর নিপীড়ন নির্যাতন ও উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কর্তৃক হামলার ঘটনা ঘটেই চলেছে। গত ২২-২৩ সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটিতে ৯ম পাতায় দেখুন

নান্যাচর গণহত্যার ১৯তম বার্ষিকীতে অস্থায়ী স্মৃতি স্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ করতে যাচ্ছেন বিভিন্ন সংগঠন ও শহীদ পরিবারের সদস্যবর্গ

খাগড়াছড়িতে র‌্যাব ইউনিট স্থাপনের সিদ্ধান্তে ইউপিডিএফ-এর গভীর উদ্বেগ প্রকাশ

ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর কেন্দ্রীয় নেতা সচিব চাকমা ৮ অক্টোবর সোমবার এক বিবৃতিতে খাগড়াছড়িতে র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়নের একটি ইউনিট স্থাপনের সিদ্ধান্তকে ক্ষমতাসীন সরকারের চরম ফ্যাসিবাদী ও পাহাড়ি জনগণের প্রতি বৈরী মনোভাবের উলঙ্গ বহিঃপ্রকাশ আখ্যায়িত করে বলেছেন, 'অপরাধ দমন নয়, জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুক্ত রাজনৈতিক নেতা-কর্মী-সমর্থকদের হয়রানি এবং আন্দোলন দমনই এর আসল উদ্দেশ্য'।

সচিব চাকমা বিবৃতিতে র‌্যাব'কে সাধারণ জনগণের আতঙ্ক 'কিলিং স্কোয়াড' অভিহিত করে আক্ষেপের সুরে বলেন, অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই, নিরাপত্তা রক্ষার্থে নিয়োজিত বাহিনীর লোকজনই পাহাড়িদের নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি। লোগাং হত্যাযজ্ঞ থেকে সাজেক ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যেকটি মর্মান্তিক ঘটনার পেছনে রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা-নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত সংস্থাসমূহের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যোগসাজশ। আগামীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত দুঃখজনক ঘটনায় র‌্যাব নামের সংস্থাটি নিশ্চিতভাবে যুক্ত হতে যাচ্ছে, এটাই সবচে' উদ্বেগজনক ঘটনা।

বিবৃতিতে ইউপিডিএফ নেতা সেনা ছাউনি সম্প্রসারণ-বৃদ্ধি কিংবা র‌্যাব ইত্যাদি বাহিনী মোতায়েন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় মন্তব্য করে আরো বলেন, পাহাড়ি জনগণের মন থেকে ভীতি-সন্দেহ দূর করার জন্য নিরাপত্তা বাহিনী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহে পাহাড়ি যুবকদের সম্পৃক্ত করাই হচ্ছে বাস্তব সম্মত। পার্বত্য চট্টগ্রামে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় দরকার হচ্ছে পাহাড়ি বাঙালি সমন্বয়ে গঠিত মিশ্র বাহিনী।

খাগড়াছড়িতে পিসিপি পরিচালিত রামু পরিদর্শন টীমের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে রামু পরিদর্শন টীমের সফর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে গত ৩১ অক্টোবর বিকালে খাগড়াছড়ির টিকাদার সমিতি মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৩ অক্টোবর পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ১৫ সদস্যের একটি তদন্ত টীম গত ২৯-৩০ সেপ্টেম্বর কক্সবাজারের রামুতে উদ্ভূত সাম্প্রদায়িক ৯ম পাতায় দেখুন

নান্যাচর গণহত্যার ১৯তম বার্ষিকী পালিত

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নান্যাচর থানা শাখার উদ্যোগে নান্যাচর গণহত্যার ১৯তম বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। গত ১৭ নভেম্বর সকাল ১০টায় মিছিল সহকারে অস্থায়ী স্মৃতি স্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। স্মৃতি স্তম্ভে শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন ১নং সাবেক্ষ্যং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সুশীল জীবন চাকমা, এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন নান্যাচর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিনয় কৃষ্ণ খীসা, ইউপিডিএফ-এর পক্ষে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন তাপুমনি চাকমা এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষে যথাক্রমে বিলাস চাকমা, চন্দ্রদেব চাকমা ও নিরূপা চাকমা পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। পুষ্পমাল্য অর্পণ শেষে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর আবারো মিছিল সহকারে নান্যাচর উপজেলার রেস্ট হাউজ মাঠে এসে এক শোক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নান্যাচর থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক ৭ম পাতায় দেখুন

বোরকা পার্টির সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে বর্মাছড়িতে সমাবেশ

লক্ষীছড়ি প্রতিনিধি ॥ লক্ষীছড়ি এলাকায় সেনা-সৃষ্ট মদদপুষ্ট বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীদের খুন, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়সহ নানা অপকর্মের প্রতিবাদে বর্মাছড়িতে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে বোরকা পার্টি প্রতিরোধ কমিটি।

গত ১৬ অক্টোবর মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টায় বর্মাছড়ি বাজার মাঠে বোরকা পার্টি প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক সুকেন্দু চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা সংগঠক রিকো চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি ২য় পাতায় দেখুন

বান্দরবানে জমি দখল করার উদ্দেশ্যে পাহাড়িদের উপর বাঙালিদের হামলা

বান্দরবান প্রতিনিধি॥ বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ির ফাত্রাঝিড়িতে গত ২ নভেম্বর ২০১২ রাত ১১ টার দিকে মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে ৫০/৬০ জন বাঙালি লাঠিসোটা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের ফাত্রাঝিরি পর্জনবনিয়া গ্রামে পাহাড়িদের উপর বহিরাগত সেটলারদের হামলায় ৪ জন পাহাড়ি আহত হয়েছে।

জমি দখলের জন্য উখিয়ার জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক বহিরাগতরা এ হামলা চালিয়েছে বলে পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন বলেছেন। ঘটনাস্থল থেকে বিজিবি হামলাকারীদের প্রধান দিদারুল আলমসহ ১২ জনকে আটক করে।

জানা যায়, অনেকদিন আগে কমল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার ভালুকিয়া গ্রামের অধিবাসী মোহাম্মদ আলী পিতা টৈইয়ম গোলামের নিকট কিছু জমি বিক্রি করেন। কিন্তু মোহাম্মদ আলী যে পরিমাণ জমি কিনেছে তার তিনগুণ জমি দাবী করেন এবং ঘুষের বিনিময়ে জাল দলিলও তৈরী করেন। এ প্রেক্ষিতে কমল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা বান্দরবান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে নামজারি বাতিল, ভুয়া দলিল তৈরীকরণ ও পাহাড় কেটে জবরদখলের অভিযোগে তিনটি মামলা দায়ের করেন। পক্ষান্তরে মোহাম্মদ আলীও কমল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যার বিরুদ্ধে দু'টি মামলা দায়ের করেন। কিন্তু মোহাম্মদ আলী আইন-আদালতের কোন কিছু তোয়াক্কা না করে কমল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যার জায়গা-জমি জোরপূর্বক দখল করার লক্ষ্যে ঐদিন রাতে দলবল নিয়ে হামলা চালায়। হামলাকারীরা প্রথমে কমল কান্তির বাড়িতে হামলা করে। পরিবারের নারী-পুরুষ নির্বিচারে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে বাড়ি ভেঙে ফেলে। এ সময় পাড়াবাসীরা এগিয়ে এলে হামলাকারীরা তাদের উপরও হামলা চালায়। তাদের হামলায় কমল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা (৫০) পিতা অগ্র মুই তঞ্চঙ্গ্যা, চিত্রা ম্রা তঞ্চঙ্গ্যা(২৫) পিতা কমল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা, অমোত্র তঞ্চঙ্গ্যা (৫০) স্বামী সুইথু অং তঞ্চঙ্গ্যা ও রাজা অং তঞ্চঙ্গ্যা (২৫) পিতা সুইথু অং তঞ্চঙ্গ্যা গুরুতর আহত হয়। তাদের কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে চিকিৎসা দেয়া হয়।